স্মৃ তি চা র ণ

(দ্বিতীয় পল্লব)

সাধক-রত্নমালা

অয়মাত্মা ব্রহ্ম
ওঁ
শ্রীশ্রীমাধবানন্দ আশ্রম
জয়গুরু

"যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

শ্রী শক্তিকুমার চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক।

প্রকাশনে—
শ্রী ভবানী প্রসাদ ঘোষ
বর্দ্ধমান।

ভিক্ষা—চারি টাকা মাত্র

=সবিনয় নিবেদন=

কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার জন্য এবারে অল্পসংখ্যক পুস্তিকা ছাপান হইয়াছে। তদুপরি ছবির 'ব্লক', কাগজের দাম ও ছাপানর খরচ খুব বেশী হওয়ায় অতি দুঃখের ও অনিচ্ছার সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের "অমূল্য" উপদেশাবলীর মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞদের উপদেশানুযায়ী চারি টাকা করিতে হইয়াছে। জানি, তাঁর সহৃদয় ভক্ত ও সন্তানগণ তাঁর "স্মৃতি-ভাণ্ডার" রাখিবার জন্য এই ভিক্ষা দিতে কার্পণ্য করিবেন না। তথাপি, আমি বিশেষ লজ্জিতভাবে এই ভিক্ষা চাহিতেছি। এই ভিক্ষালব্ধ অর্থ সাধু ও সৎকার্যে ব্যয়িত হইবে। সকলের সহৃদয়তা ও সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

হরি ওঁ তৎ সৎ।

জয় গুরু॥

বিনীত—
শ্রীশ্রীবাবার বিদ্যার্থী পুত্র
আচার্য্য শক্তিকুমার দেবশর্ম্মা

ওঁ

''আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্ ।
ধর্মোহি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥"

'কৃষ্ণেরে ভালবাসি যে না শুনে তাঁর বাঁশী
পূর্ণের ঘরে সে যে আত্মনাশী ॥"

'চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যাঃ গুরুর্যুবা ।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তুচ্ছিন্নসংশয়াঃ ॥"

ওঁ

"নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলম্
শুকমুখাদমৃত-দ্রবসংযুতম্ ।
পিবত ভাগবত-রসমালয়ম্
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥"

"তব কথামৃতং তপ্ত জীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্ ।
শ্রবণ মংগলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥"

ওঁ

"কি দিয়ে পূজিব ভগবান্। আমার বলিতে কিছু নাই প্রভু, সকলি তোমারি দান॥"

উৎসর্গ

যিনি শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন ক'রে অসংখ্য অমূল্য মণি-রত্নরাজি সংগ্রহ ক'রেছিলেন, সেই সব রত্ন যাঁর কণ্ঠে সর্বদা শোভা পেত ও মুমুক্ষু সাধক ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন ক'রত, যে রত্নরাজির সম্বন্ধে যিনি প্রায়ই ব'লতেন—'মুঠো মুঠো ছড়িয়ে দিচ্ছি. এর ছুটো একটাও যদি যত্ন ক'রে নেয়, তাহ'লে জীব ধন্য হ'য়ে যাবে", প্রকটাবাস্থায় সেই সব অমূল্য রত্নরাজি তিনি বহু বৎসর যাবৎ এই আধারে গচ্ছিত ক'রে যান। সেই রত্নভাণ্ডার থেকে একত্রিশটি (শেষ আর একটি) রত্নের হার তাঁকে পরিয়ে তাঁর ভক্তদের গলায় পরাবার ইচ্ছে আমার মধ্যে জাগ্রত করে নিজেই সূত্র দিয়ে গাঁথবার প্রেরণা দিয়ে যিনি আমাকে ধন্য করেন, আজ শ্রীশ্রী মুক্তিনাথ বাবার ও তাঁর আদি আশ্রম "শ্রীশ্রীমাধবানন্দ আশ্রমের" একত্রিংশৎ সাম্বাৎসরিক প্রতিষ্ঠার শুভবাসরে "পরাব বলিয়ে গলেতে তাঁহার মালাটী আমরা গেঁথেছি"। এই অমূল্য কণ্ঠহার আজ তাঁকে পরিয়ে, সেই নির্মালা, প্রসাদ স্বরূপ তাঁর সন্তানদের ও ভক্ত সাধকদের জন্য উৎসর্গ ক'রে কৃতার্থ হ'লাম। প্রার্থনা,—এই অমূল্য "সাধক কণ্ঠহারের" মর্য্যাদা যেন তাঁরা দেন এবং জীবন সফল করেন। তাঁদের জন্য তিনি এই সব অমূল্য শাস্ত্ররত্ন জীবন ভর দান ক'রে গেছেন। আজ এই একত্রিশটী রত্নের মালা তাঁদের স্মরণ মননের জন্য সযত্নে গেঁথে তাঁদের হাতে দিলাম। এই তো তাঁর আসল স্মৃতি। এই স্মৃতি-চারণা একা অথবা ভক্ত সংগে নিয়মিত ভাবে ভক্তিভরে যদি করা হয়, তাহলে গুরু-কৃপা অবশ্যই মাথায় ঝ'রে পড়বে।

"ময়ি সর্বমিদং প্রোতং
সূত্রে মণি গণা ইব"।

ওঁ শান্তিঃ।
শান্তিঃ।
শান্তিঃ।

আচার্য্য শ্রীশক্তিকুমার দেবশর্ম্মা
(শাস্ত্রী)

ওঁ

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"

শ্রীশ্রীবাবার
দুর্লভ আশীর্ব্বাণী

বাবা! আজ তুমি কোথায়? অন্ধ নয়ন তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু দেখতে না পেয়ে কেবল "আঁধারে মরিছে কাঁদিয়া!" জানি তুমি এখন বিশ্ব ব্যাপ্ত হ'য়ে আছো, কিন্তু তাতে তো আমি তৃপ্তি পাইনা। তবে তুমি যে অমূল্য আশীর্বাদ অমৃত ধারার মত এই অধম পুত্রের মাথায় বর্ষণ ক'রে গেছ, সেই মহাসম্পদ্ মাথায় নিয়ে, সেই শক্তিতে শক্তিমান হ'য়ে তোমার চরণ স্মরণ ক'রে এই "সাধক কণ্ঠহার" গাঁথলাম তোমারি প্রেরণায়। মন ব'লছে আশীর্বাণী ক'টি ভক্তদের কাছে জানিয়ে দাও কি সে বাণী। তাই তোমার কৃপার দান, তোমার মহিমা ঘোষণার জন্য, যারা তোমাকে ও তোমার প্রিয়জনদের ভালবাসে ও শ্রদ্ধাভক্তি করে, তাদের অবগতি ও আনন্দ বর্দ্ধনের জন্যই জানাচ্ছি। ক্ষমা কোরো যদি কোন অপরাধ করে থাকি।

১। হুগলী আশ্রম প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পরে বৎসরান্তে তাঁর শুভাগমনের সংবাদ পেয়ে রাত্রে দর্শন ক'রতে গিয়ে প্রণামাদি যথাবিধি ক'রে ব'ল্লাম—"বাবা! বৎসরান্তে আবার আমাদের প্রতি করুণা ক'রে ফিরে এসেছেন—এ আমাদের বহু ভাগ্য! কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা আছে—আবার কাল থেকে পূর্ববৎ অভিনয় সুরু হবে তো? আমাকে কিন্তু আর ব্যাখ্যার দরবারে বসাবেন না। আমি মূর্খ। আপনি লিখে ব্যাখ্যা ক'রতে দিলে আমার হৃৎ-কম্প হয়। কারণ, যারা পরীক্ষা দেয় ও ভালভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে চায়, তারা সারা বৎসর পড়াশুনা করে। আমি সারা বৎসর আপনার শাস্ত্রাদি চর্চা করিনি। কি ব্যাখ্যা ক'রবো? যাঁরা আমার বয়োজেষ্ঠ, সুবক্তা ও শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁরা তৈরী হ'য়ে আসেন, তাঁদেরকে বসাবেন, আমাকে শ্রোতা করবেন।

তার উত্তরে (তিনি তখন মৌনী) তিনি তাঁর ডান পা'টা ছড়িয়ে দিয়ে ব'ললেন (ইসারায়) "তোমায় আর বই প'ড়তে হবে না। তুমি এই ডান পা ধরে থাকো।" আমি শ্রীচরণে মাথা দিয়ে বার বার প্রণাম দিলাম।

পরবর্ত্তী কালে, যখন বাবা কথা কইতেন, তখন ব'লতেন—"ক্ষরন্ত্ব-বিদ্যা হ্যমৃতত্ত্ব বিদ্যা।" 'যা অবিদ্যা, তা নষ্ট হ'য়ে যায় ও লোককে নাশ করে। আর যা বিদ্যা তা অমৃত। আমার ডান পায়ে অমৃত ঝরে, আর বাঁ পায়ে গরল।'

আশীর্বাদ

ওঁ

আমি পুনরায় ডান পায়ে মাথা দিয়ে মনে মনে ব'ললাম—

ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি
জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্ ।
যত্তবাং ঘ্রি-পদ্মমধ্যে
মূৰ্দ্ধা মে ভ্রমরায়তে ॥

এই অধমকে লক্ষ্য ক'রে বহুবার তিনি ব'লতেন "ওর বই পত্তর সব কেড়ে নিয়েছি। ওকে আর পড়তে হবে না।" আমিও সকলকে ব'লতাম—"দেখুন, না প'ড়ে পণ্ডিত হয় চৈতন্যের হাটে। তার প্রমাণ এই যে ব'সে আছি!"

এ কৃপার মহিমা কি ক'রে জানাই!

২) একদিন রাত্রি ৯টা নাগাদ হুগলী আশ্রম থেকে শ্রীশ্রীবাবার সংগে মোটরে আমি ও বাবার "মিতে" (বিশ্বনাথ মল্লিক) কলিকাতা শ্যামবাজারে গায়ত্রী মা'র বাসায় পৌঁছাই। গৃহকর্ত্রী তখন আমাদের জন্য কিছু জলযোগের ব্যবস্থা ক'রছিলেন। সেই সময় বাবা ব'লছেন—'একটা কথা ব'লব? এখানে তো আর কেউ নেই আমারই নিজজন, দু'জন। ব'লব? ব'লব?" বার বার ঐ কথাই ব'লছেন—তখন আমি ব'ললাম, "বলুন না, অত ব'লছেন কেন? বলুন।" আবার ব'ললেন, হ্যাঁ, তাই ব'লছি। বলি, বলি?" আমি আবার ব'ললাম, "কি মুস্কিল! কি ব'লবেন বলুন না, আমরা শুনি।" আবার ব'লছেন, "বলি? কি বলিস্, বলব?" একখানি কাগজ ও পেন্সিল্ নিয়ে লিখলেন—

"যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি।
তং ব্রহ্মাণং তং ঋষিং তং সুমেধাম্ ॥" কাগজ খানি আমার হাতে দিয়ে মাথায় আশীর্বাদ ক'র্লেন।

দেখলাম—এতো দেবী স্বয়ং ব'লছেন শ্রীশ্রীচণ্ডীতে "দেবী সূক্তে"। এর অর্থ,—"আমি যাকে ইচ্ছা করি তাকে সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ পদ দিই, তাকে ব্রহ্ম ও ক'রে দিতে পারি, সত্য দ্রষ্টা ঋষি ক'র্ত্তে পারি, আর সুমেধা ক'রতে পারি।" এই ব'লে আমায় আবার আশীর্ব্বাদ ক'র্লেন। এর মহিমা আমি কোন্ ভাষায় ব্যক্ত ক'র্ব?

ওঁ

৩) "লক্ষ্মী স্তে হৃদি
ভারতী চ বদনে
মৌলৌ সদা শংকর:।
চণ্ডী তে ভুজদণ্ডয়ো গুর্ণনিধে
গেহে কুবের স্থিতি:॥
চিত্তে দয়া তবাস্তু সততং
দান-প্রসঙ্গাশ্চ তে॥
সর্বে তে রিপব: প্রয়ান্তু বিলয়ং
দীর্ঘ জীবী ভব,
সুখী ভব,
নিরাময়ো ভব॥"

এই আশীর্বাদ ২১ জন ভাগ্যবান্‌কে আমার মুখ দিয়ে করিয়েছেন।

৪) আবার মাঝে মাঝে ব'লতেন
"ওকে যে হারাতে পারবে,
সে হার হবে আমার!"
একি লজ্জা! একি গৌরব!

এ সব কাকে জানাই? সাধারণ লোকে যে হিংসা ক'রবে শুনে।

৫) কখন কখন দরবারে ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে ভাবে ঢ'লে প'ড়ছেন আর ব'লছেন,—"আয়, আয়, আয়, চুঁ খাই, চুঁ খাই"! পরক্ষণেই ব'লছেন,—"কি হ'য়েছে? আমার ছেলেকে যদি চুমু খাই, কার কি?"

কখন বা নিজের উরুদেশে চাপড় মেরে ব'লতেন—"আয়, আয়, আয়!" অর্থাৎ আমার কোলে এসে ব'স।

কখন বা ব'লতেন, "বক্তা তো তুই, শ্রোতা তো আমি।"

ওঁ

৬) হুগলী আশ্রমে থাকাকালীন শ্রীশ্রীবাবা সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী বাগাটী গ্রামস্থ বহু প্রাচীন "ডাকাতে কালীর" দর্শনে যেতেন। সঙ্গে ২।৪ জন ভক্ত ও থাকতেন। একদিন সন্ধ্যার পর মন্দিরের ভিতরে গিয়ে তিনি আসনে ব'সলেন—বাঁ দিকে আমি ও ডানদিকে পরলোক গত মনোহর মল্লিক। আর সকলে বাইরে চাতালে ব'সে দেখছেন। পূজারী ঠাকুরের মা এসে লণ্ঠন দিয়ে গেলেন ও ব'ললেন—"আজ মা যে হাসছেন! ছেলে এসেছে কিনা তাই।" বাবা ও ব'ললেন, "ঠিক ব'লেছি্স মা আজ সত্যিই হাসছেন।"

তারপর মাকে যখন মাথা নীচু ক'রে প্রণাম ক'চ্ছি, তখন আমার ঘাড়টী চেপে ধ'রে বাবা দেবীকে ব'লছেন,—"মা একে জ্ঞান-বৈরাগ্য-বিদ্যা দিস্। আর কিছু দিস্ না।" এ'কথা শুনে আমিও মনে মনে ব'ললাম, 'মাগো! ফাঁকি দিস্নে মা! ভক্তি ধন দিস্ মা।"

৭) ৺মোহরলাল সিংহের বাড়ী থাকাকালীন একদিন মধ্যাহ্ণে স্নানে যাবার সময় আমি ও৺শ্যাম দে দুজনে তাঁকে প্রণাম ক'র্লাম। আমি ব'ললাম—"আর যেন বাবা জন্ম না হয়। এই শেষ!" শুনে ঘাড় ফিরিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে ব'ললেন, "আবার জন্ম! তোর আর জন্ম হবে না।" তখন আমি পুনরায় প্রণতি দিয়ে ব'ললাম—"ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ।" "জয় গুরু।" এরপর শুনেছি আরও ২।৩ জনকে আমার সম্বন্ধে ব'লছেন, "ন পুন র্ভবায়"।

এখন এই আশীর্ব্বাদ, যা তিনি বহু কৃপা ক'রে আমার মাথায় বর্ষণ ক'রে গেছেন এ রকম আর কেউ পেয়েছেন কিনা তা জানি না। কি ব'লব! পঞ্চদশীকার স্বামী বিদ্যারণ্যের ভাষায় ব'লি—"অহো পুণ্যম্, অহো পুণ্যম্, অহো পুণ্যম! অহো ভাগ্যম্, অহো ভাগ্যম্, অহো ভাগ্যম্! অহো গুরু, অহো গুরু, অহো গুরু।" এই আশীর্ব্বাদ মূলধন ক'রে চ'লেছি!

এই সব আনন্দের কথা আজ মনে প'ড়ছে আর প্রাণ কেঁদে উঠছে। কে দেবে আজ সেই সম্মান? কোথায় পাবো সে স্নেহ, ভালবাসা? কোথায় পাবো সেই দেবদুর্লভ আশীর্ব্বাদ আর আদর? আজ কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব?

এই গাথা যে আমার মরমে মরমে গাঁথা। এই তো আমার পুণ্য "স্মৃতি-চারণা"—এ যে পিতা পুত্রের কথা। এ আমার নিজস্ব সম্পদ্। তাই, আজ প্রাণের আবেগে যাঁরা আমায় অকৃত্রিম ভাবে ভালবাসেন, তাঁদের আনন্দের জন্য, সেই অকৃত্রিম বন্ধু ও প্রিয়জনদের কাছে স্মৃতির রুদ্ধদ্বার খুলে

ওঁ

দিলাম। এই ধৃষ্টতা সুধীজন মার্জনা ক'রবেন। এ আবেগ আজ আর রুখ্‌তে পারলাম না। আর ক'দিন পরে সব তো ফুরিয়ে যাবে। তাই প্রভু, তোমার কথা তোমাকে ও তোমার প্রিয়জনদের "স্মৃতি-চারণ" রূপে শোনালাম।

জয় গুরু ! ওঁ !

এ গান কিন্তু সকলের জন্য নয়।

শ্রীভগবান্ গীতার শেষে বলেছেন,—

"ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহ ভ্যসূয়তি ॥"

"সাবধান ! এ গান যাকে তাকে যেখানে সেখানে শোনাবে না। যাদের তপস্যা নাই, যাদের শোনবার আগ্রহ ও উৎসাহ নাই, আর যারা আমার নিন্দা ও হিংসা করে, এ গান তাদেরকে শোনাবে না।" আমিও প্রভুর আনুগত্যে ঐ কথাই বলি। এ আমার নিজের স্মৃতি-গাথা আমার প্রিয়জনদের জন্য, যাঁরা শ্রীগুরুর প্রিয়জনদের যথার্থ ভালোবাসেন, আপনজন মনে করেন, তাঁদের জন্যই ঠাকুর লিখিয়েছেন।

ওঁ জয় গুরু ওঁ তৎসৎ ওঁ।

হুগলী আশ্রম—৺মুক্তিনাথের মন্দিরের দক্ষিণে ধুনীর সামনে (মধ্যে) আচার্য্য শক্তিকুমার, (দক্ষিণ পার্শ্বে)৺কাশীধামের শ্রীশ্রীবাবা বিশ্বনাথের পূজারী ৺ছোটেবাবা, (বাম পার্শ্বে) চেলাবাবা (নর্ম্মদাগিরি)

ওঁ

বিনতি

"নিবেদয়ামি চাত্মানং
ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।"

শ্রীশ্রী৺মুক্তিনাথ জীউ ও হুগলী শ্রীশ্রীমাধবানন্দ আশ্রম পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমৌনীবাবা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল আজ থেকে একত্রিশ বৎসর আগে বাংলা ১২ই মাঘ ১৩৮৫ সাল, ইং ২৬শে জানুয়ারী ১৯৪৮ (সাধারণতন্ত্র দিবস)। "আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনম্। প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ।" "কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু।" দেখতে দেখতে ৩১টী দীর্ঘ বৎসর কোথা দিয়ে কেটে গেলো। শেষ তিনিও স্বধামে চ'লে গেলেন আজ থেকে ৫ বৎসর পূর্ব (শুক্লা তৃতীয়া, ১১ই মাঘ, সন ১৩৮০)

গত বৎসরের আগের বৎসরে অনেক ভক্ত ও গুরুভাই ভগ্নীদের বিশেষ আগ্রহে শ্রীশ্রীবাবার জীবিতকালে তাঁর যে সব অলৌকিক ঘটনা ঘ'টেছিল, সেই সব কাহিনী "স্মৃতি চারণা" ১ম পল্লব নামে পুস্তিকায় যতটা জানা ছিল, তার খানিকটা ছাপা হ'য়েছিল। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও শ্রীযুক্ত ভবতোষ আয়কত্ প্রণীত "সনাতন ধর্ম-দীপিকা" গ্রন্থে জানিয়েছিলাম। "স্মৃতি চারণা"র ২য় পল্লব প্রকাশের জন্য অনেকের আগ্রহ জেনে শ্রীশ্রীবাবাকে জানাই। তাঁর শ্রীমুখের বাণী "মত্তঃ স্মতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ"।

আজ দীর্ঘ এক বৎসর কাল যাবৎ মস্তিষ্কের দুর্বলতার জন্য আমার স্মৃতি-শক্তি খুব ক'মে গেছে। লেখা পড়ার কাজে, স্মরণ-মননে বা বেশী কথা কইলে কষ্ট হয়, চলাফেরাও প্রায় বন্ধ। তাই ২য় পল্লব লেখার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা হ'লে বোবার বোল্ ফোটে, পঙ্গু পর্বত লঙ্ঘন করে অন্ধ আলো দেখে, অসম্ভব সম্ভব হয়। তাই, প্রত্যহ তাঁর শ্রীচরণে প্রার্থনা ক'রেছি—তাঁর স্মৃতি যেন রাখতে পারি, "স্মৃতি চারণা" ২য় পল্লব লিখন ও প্রকাশনের প্রেরণা ও শক্তি যেন দেন। এ আকুলতা তিনি শুনেছেন। "পশ্যত্যচক্ষুঃ শৃণোত্যকর্ণঃ" "সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ সর্বতঃ শ্রুতিমঁল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥"

হুগলী কোন্নগর আশ্রমে শ্রীশ্রীবাবার সমাধি মন্দির তৈরী হ'চ্ছে ও তাতে তাঁর মর্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হ'বে এইরূপ স্থির হ'য়েছে শুনে আনন্দিত হ'লাম। তাই পরম স্নেহ-ভাজন জজ্ সাহেব শ্রীযুক্ত মুকুল দাদাকে জানালাম—শ্রীশ্রীবাবার কাছে আমি ব'লেছিলাম তাঁর শ্রীচরণতলে তাঁর শ্রীহস্ত লিখিত পবিত্র শ্লোকাবলীর কিছু, যা তাঁর সন্তানকে দিয়ে ব্যাখ্যা করাতেন, "তাই দিয়ে একটি ছোট

ওঁ

বেদী ক'রে তাঁর শ্রীচরণ তলে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি রূপে রাখব।" সে কথা, সে প্রার্থনা "প্রধান"দের শুনিয়ে কোন ফল ফলে নাই। তাই, দুঃখের সহিত গত বৎসর ১২ই মাঘ হুগলী আশ্রমেই একটি ছোট কাচের আলমারীর মধ্যে অনেকগুলি তাঁর পবিত্র হস্তলিখিত শ্লোকাবলী তাঁর শয্যার উপর চিত্রপটের পাশে রেখে আসি। আমার শেষ ইচ্ছা "শ্রদ্ধাঞ্জলি" এই ভাবেই তাঁকে দিয়েছি হুগলী আশ্রমে। কিন্তু এতে তিনি খুব খুসী হ'ননি। তাই, ছেলের ইচ্ছা পূর্ণ ক'রবেন বলে কোন্নগরের "প্রধানের" অন্তরে তিনি নূতন ভাবের সঞ্চার ক'রলেন। "প্রধান" ছুটে এলেন বাবার এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের দ্বারে ও জানালেন,—'বাবার মন্দির শেষ হ'য়েছে, বাকী মর্মর মূর্ত্তি। মন্দিরে, ১০টী শ্লোক বেছে আপনি দেবেন—ঐগুলি দরজায় কালি দিয়ে লেখা থাকবে—এই আর্জি আমার পূর্ণ ক'রতে হবে।" তাঁর মুখ থেকে এ কথা শুনে রঙ্গিয়া বাবার রঙ্গ বুঝে ব'ললাম, "এতো খুব উত্তম প্রস্তাব। দশটা কেন, তিনি ইচ্ছা ক'রলে দশ শত মাথা থেকে বার ক'রে দিতে পারেন। আপনার এ সদিচ্ছা নিশ্চয় পূর্ণ হবে, কাণে রইল।" জয় গুরু।

এই হ'ল "স্মৃতি-চারণা" ২য় পল্লবের সূচনা। সেই দিন থেকে মাথার মধ্যে কেবল ঐ চিন্তা। পরের দিন সকালেই ১০টী শ্লোক স্মৃতিদ্বার উন্মুক্ত ক'রে বেরিয়ে এল। ততক্ষণাৎ সেগুলি লিপিবদ্ধ ক'রলাম। প্রভুর লেখার শ্রদ্ধাঞ্জলি ও ঐভাবে কোন্নগরে তাঁর সমাধির সামনে দেওয়া হ'ল। ধন্য প্রভু! ধন্য লীলা তোমার। "প্রধানের" কথাও রইল, সন্তানের বাসনাও প্রকারান্তরে পূর্ণ হ'ল।

সর্বদাই তিনি তাঁর দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে আমার সেই "শ্রদ্ধাঞ্জলি" দেখবেন-১০টী মাত্র শ্লোক—যা তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। মুকুল দাদাকে ধন্যবাদ দিই, "প্রধানে"রও জয় দিই—"গুরুর জয়" দিয়ে। অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে তিনি বাবার সমাধি মন্দির ও তাঁর মর্মর মূর্ত্তি স্থাপনে সকলের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রলেন। সেইদিন থেকে মাথার ভিতর কেবল চিন্তার ঢেউ উঠতে সুরু হ'ল—এবারে "স্মৃতি চারণা"র ২য় পল্লবে বাবার অলৌকিক কাহিনীর বদলে তাঁর অমূল্য শাস্ত্র ভাণ্ডার থেকে কতকগুলি মণি-মুক্তা বেছে নিয়ে যদি একটি মালা গেঁথে ৺মুক্তিনাথ বাবার আগামী একত্রিংশং সাম্বাৎসরিক মহোৎসবের দিন তাঁর গলায় পরিয়ে সেই প্রসাদী নির্মাল্য তাঁর প্রিয়জনদের উপহার দেওয়া যায়, তা হ'লে একটা মহৎ কাজ হ'বে। ৩১টী শ্লোক-রত্নের মালা বঙ্গানুবাদ সহ লিখে ছাপাবার কল্পনা সেই থেকে আমার দুর্বল মস্তিষ্কে ঢেউ তুলতে লাগল। তিনি তাঁর জীবন পাত ক'রে গেছেন যে সমস্ত অমূল্য দুষ্প্রাপ্য শাস্ত্রোপদেশ আমাদের জন্য দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে অকৃপণ হস্তে দান ক'রে, সেই সব অমৃতবাণী যদি প্রচার হয়, তাঁর উৎসাহী ও আগ্রহী ভক্তরা সেইসব পাঠ ও পরস্পর আলোচনা করেন, তা হ'লে সেইটীই হবে তাঁর যথার্থ স্মৃতি রক্ষণ।

ওঁ

এখন ভাণ্ডার তো এই ভগ্ন দেহে মজুত্ ক'রে গেছেন—বুদ্ধির দ্বারেতে এখন চাবি প'ড়ে গেছে—স্মৃতি ও প্রায় অবলুপ্তির অবস্থায়। তাঁর "ডান হাত" আজ প্রায় ভেঙ্গে গেছে ও অকর্মণ্য হ'য়ে প'ড়েছে। কিন্তু তিনি যদি স্মৃতির দরজা খুলে দেন, তা হ'লে প্রত্যহ একটি ক'রে শ্লোক সকালের দিকে লিখে রাখা যায়।

এই রকম ক'রে ৩১ দিন ৩১টি রত্নের মালা গেঁথে বাৎসরিক উৎসবের দিন সকলকে পরান হ'লে খুব ভালো হয়। "প্রোত্তুঙ্গ-চিন্তা-৩টী"। প্রভুরও ইচ্ছা হ'ল—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমাধি মন্দিরের জন্য দশটী শ্লোক লেখার পর প্রত্যহ একটি ক'রে শ্লোক যেমন যেমন তিনি স্মৃতি ভাণ্ডার থেকে তুলে তুলে দেবেন, তেমন তেমন লিখে যাব এইভাব সর্বদা উঠতে থাকে। ১লা জ্যৈষ্ঠ, পুণ্য তিথি "সীতা নবমী"তে সুরু হ'ল সেই কাজ—৩১শে জ্যৈষ্ঠ শেষ হ'বে মনে ক'রে। একথা জানালাম শ্রীশ্রীবাবার অতি প্রিয় "ধর্ম্মরাজের" কন্যা ঝুপি দিদি, ও আমার শুভাকাঙ্খী ও সর্ববিষয় সৎ-পরামর্শ দাতা অগ্রজতুল্য "সৎসঙ্গী" শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক (গোপাল দা) কে। তারপর এলেন লক্ষ্ণৌ থেকে "মেজর" তনুজ দেব। তাঁকেও এ প্রস্তাব শোনালাম। তিনিও এই প্রস্তাব শুনে খুব খুশী হ'লেন। সকলেরই উৎসাহ পেয়ে ব'সে রইলাম। —এদিকে যাঁর কাজ, তিনি ও তাঁর "ডান হাতে" গুরু শক্তিকে—(৺সরস্বতী দেবীর ও শ্রীগুরুদেবের বীজ একই। গুরু শক্তিই ব্রহ্ম বিদ্যা দেবী) ব'সতে আদেশ দিলেন। কলম চ'লল—মাথাও চ'লল। ফলে, ১৫ দিনের মধ্যেই ৩১টী শ্লোক বঙ্গানুবাদ সহ লেখালেন। অতিরিক্ত আরও কিছু পরিবেশন ক'রলেন। সব লেখা শেষ হ'লে—গোপাল দা, প্রতিবেশী চৌধুরী বিমল বাবু ও ঝুপিদি'কে শোনালাম। তাঁরা সকলেই শুনে খুব খুসী হ'লেন। তাঁর মালা তিনিই গাঁথলেন।

এখন আর এক কপি লিখিয়ে ছাপাবার জন্য বর্দ্ধমানের বাবার আর এক প্রিয় সন্তান ভব ভাইকে (শ্রীভবানীপ্রসাদ ঘোষকে) অনুরোধ করায় তিনিও এ বিষয় সাহায্য করেন।

"স্মৃতি চারণা" ২য় পল্লব একটি অমূল্য ধর্মগ্রন্থ বিশেষ ও শ্রীশ্রীবাবার পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত। এর নাম করণ তিনিই করালেন—'সাধক-রত্নমালা"। এতে শ্রীশ্রীবাবার ও তাঁর জনকয়েক ধাম-প্রাপ্ত সন্তানদের ছবি 'ব্লক্' করিয়ে ছাপাবার সিদ্ধান্ত নেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। সর্বপ্রথম পানিহাটি নিবাসী বাবার প্রিয় সুগায়ক শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ শর্মা (সন্তোষ ভাই) চারিটি ব্লকের খরচ বহন ক'রবেন স্বেচ্ছায় এসে ব'লে গেলেন। ৩টী "গ্রুপ" ও ১টী আশ্রমের "প্রতীক" এই চারিটী সন্তোষ ভায়ের দান।

ওঁ

শ্রীশ্রীবাবার "আশীর্ব্বাদী" ব্লকের খরচ হুগলীবাসী সদানন্দ মল্লিক (হুগলী আশ্রমের একনিষ্ঠ তত্ত্বাবধায়ক ও বাবার একান্ত ভক্ত) সানন্দে বহন ক'রেছেন। "কৌপীন-ধারী" ব্লকের খরচ শ্রীমতী উৎপলা দেবী (রেডিও আর্টিষ্ট ও বাবার কন্যা) সানন্দে বহন ক'রেছেন। সর্ব্বশ্রী—সুধা ও পান্না মিত্র, প্রভা বসু (ঝুপি দি) এবং বর্দ্ধমানবাসী অজিতকুমার পাঁজা প্রত্যেকে ছবির ব্লকের ও গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য্যের খরচ সানন্দে বহন করে গুরু কার্যে সহায়তা ক'রেছেন।

এঁদের এই সাধু কার্যে সাহায্যের জন্য এই গ্রন্থের সৌন্দর্য্য ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি হবে আশাকরি।

বর্ত্তমানে মুদ্রণের জন্য কাগজ পাওয়া বিরাট সমস্যা। এরও সমাধান তিনি তাঁর অতি প্রিয়, কোন্নগর আশ্রমের শ্রীশ্রীনাগেশ্বর বাবার বিগ্রহ ও মন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার প্রধান শ্রীযুক্ত তুষ্টুচরণ লাহার দ্বারা করিয়ে দিয়েছেন।

সর্বশেষ, বাবার "ধর্ম্মরাজের" নাত্ জামাই, আমার অতি স্নেহভাজন সমর ভাই (শ্রীযুক্ত সমর মিত্র) গতবারের মত এবারেও এই গ্রন্থ মুদ্রণে ও প্রকাশনে সর্বাধিক সাহায্য ক'রেছেন। এ বিষয়, "ধর্ম্মরাজের" কনিষ্ঠ পৌত্র শঙ্করের বিশেষ সহায়তা পাইয়াছি।

গুরু বাবার এই সব একনিষ্ঠ গুরুগতপ্রাণ সন্তানদের এই উদার ও নিঃস্বার্থ মনোবৃত্তির জন্য তাঁদের সকলের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁর শ্রীচরণে প্রার্থনা করি তাঁর কৃপা বারি তাঁদের উপর যেন বর্ষিত হয়। সকলে সুস্থ ও স্বস্থ থাকুন। তাঁরা দীর্ঘজীবী হ'য়ে তাঁর কার্য করে যান ও তাঁদের পারিবারিক শান্তি ও শ্রীগুরু চরণে অচল অটল ভক্তি বিশ্বাস 'বর্দ্ধতাম্'।

এই "স্মৃতি-চারণ" তাঁদের সকলকে প্রভুর কাছে যাবার পথের দীপিকার কার্য্য করুক—এই আমার শুভেচ্ছা। "কীর্ত্তি র্যস্য স জীবতি"।

জয় গুরু।
জয় গুরু।
জয় গুরু।
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।
ইতি

"শ্রীগুরু কুঞ্জ"
শিবতলা রোড্, হুগলী
শ্রীগুরু পূর্ণিমা
১৩৮৫।

নিবেদক—
আচার্য্য শ্রীশক্তিকুমার দেবশর্ম্মা।
(বাবার শাস্ত্রীজী)

দ্রষ্টব্য :—পূর্ব্বে উল্লিখিত দুইজন ভক্ত ছাড়া আরও যাঁরা ছবির "ব্লকের" জন্য সাহায্য ক'রেছেন তাঁরা হলেন—সর্ব্বশ্রী সুধা মিত্র, পান্না মিত্র, জনৈক রেডিও আর্টিষ্ট, প্রভা বসু (ঝুপি দি), সদানন্দ মল্লিক, অজিতকুমার পাঁজা ও জনৈক সাধু। যাঁর কার্য্যে এঁরা সাহায্য ক'রেছেন, তিনি তাঁদের সহায় হোন। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা তাঁদের সকলকে জানাচ্ছি। তাঁদের কল্যাণ হোক।

ওঁ

১। ওঁ নমস্তে মাধবানন্দ নমস্তে শিবরূপিণে।
ভক্তেচ্ছোপাত্তরূপায় মুক্তিনাথ নমোঽস্তুতে ॥

হে পরমারাধ্য গুরো! শ্রীশ্রীমাধবানন্দ স্বামিজী মহারাজ! তুমি সাক্ষাৎ শিবরূপী। তুমিই মুক্তিনাথ, তুমিই নাগেশ্বর। ভক্তের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ তার ইচ্ছানুরূপ নররূপ ধারণ ক'রেছ, তাই-হে দেব! তোমাকে বারং বার প্রণাম করি।

২। গুরুর্ব্রহ্ম স্বয়ং সাক্ষাৎ সেব্যো বন্দ্যো মুমুক্ষুভিঃ।
নোদ্বেজনীয় এবায়ং কৃতজ্ঞেন বিবেকিনা ॥

শ্রীগুরুদেব স্বয়ং সাক্ষাৎ নররূপী ব্রহ্ম। তিনি মুমুক্ষু ভক্তগণ কর্তৃক সর্বদা সেব্য ও বন্দনীয়। কৃতজ্ঞ ও বিবেকী শিষ্য ভক্তগণ কখন তাঁর উদ্বেগের কারণ হইবেন না।

৩। যাবদায়ুস্ত্রয়ো বন্দ্যা বেদান্তো গুরুরীশ্বরঃ।
মনসা কর্মণা বাচা শ্রুতিরেবৈষ নিশ্চয়ঃ ॥

যতদিন দেহে প্রাণ থাকবে, ততদিন গুরু বেদান্ত ও ঈশ্বরকে কায়মনোবাক্যে এক জ্ঞান করবে- জননীতুল্য হিতকারিণী শ্রুতিদেবীর ইহাই সুসিদ্ধান্ত জানিবে।

১=৩ একই তিন] একই তিনি
৩=১ তিনই এক] তিনিই এক

৪। ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্যাৎ
ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ।
অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু
নাদ্বৈতং গুরুণা সহ ॥

সর্বদা সর্বকার্যে সর্বত্র অদ্বৈতভাব বজায় রাখিবে অর্থাৎ এক ছাড়া দুই নাই। ত্রিলোকের সকলের সম্বন্ধে এইভাব বজায় রাখিবে—কিন্তু গুরুর সহিত ও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে যেন কখনও অদ্বৈত

বুদ্ধি না আসে। অদ্বৈত বোধে ধ্যান, ধারণা ও ধ্যেয় "ত্রিপুটী" এক হ'য়ে যায়। সে ভাবে আমি ও নাই, তুমি ও নাই। এক অনির্বচনীয় অব্যক্ত আনন্দ ভাব মাত্র বর্ত্তমান—যাহা শুধু অনুভব-বেদ্য। সেই অদ্বৈত ভাবই ব্রহ্মের "স্বরূপ"। 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"। —গুরুর স্বরূপও তাই। "গুরুঃ-সাক্ষাৎ অয়ং ব্রহ্ম"। কিন্তু ভক্তের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ "ধৃতনরদেহম্"। আর সব তাঁরই রূপ। তাই ব'লেছেন—ভালবাসতে হ'লে আর একজন চাই, খেলতে হ'লে দ্বিতীয়ের দরকার। তাই গুরু হ'চ্ছেন "রূপ" আর ব্রহ্ম "স্বরূপ" এস্থলে ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথের গান বিশেষ অর্থব্যঞ্জক।—

"রূপসাগরে ডুব দিয়েছি—অরূপরতন
আশাকরি
ঘাটে ঘাটে ঘুরবো না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণতরী।
সময় যেন হয়রে এবার
ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অরূপ হ'য়ে রব পড়ি॥"

এই স্বরূপই তাঁর স্বরূপ। এই অদ্বৈতস্থিতি। ধন্য ঋষি কবি! নমস্কার!

সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং
তীর্থীভূতা হি সাধবঃ।
৫। কালে ফলন্তি তীর্থানি
সদ্যঃসাধু সমাগমঃ॥

সাধুদের দর্শনেই পুণ্য লাভ হয়। তীর্থাদিতে স্নানের ফলে যেমন পুণ্য হয়, তেমনি সাধুরা স্বয়ং তীর্থ স্বরূপ ব'লে তাঁদের দর্শনের ফলেই পুণ্য হয়। তবে সাধারণ তীর্থাদির সঙ্গে পার্থক্য এই,—তীর্থস্নানের ফল সময়ে পাওয়া যায়, আর সাধুর সমাগমে, তাঁর দর্শন মাত্রেই পুণ্যফল সঞ্চারিত হয়। তাঁরা যে স্থান দিয়ে যান, সেইস্থান তীর্থ স্বরূপ হয়। এ বিষয়ে পুরাণ-সূর্য্য শ্রীবিষ্ণু-ভাগবতে বিদুর যুধিষ্ঠির সংবাদে আছে—

"ভবদ্বিধা ভাগবতা তীর্থীভূতা
স্বয়ং প্রভো।
তীর্থং কুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন
গদাভৃতা॥"

ওঁ

যঃ স্নাতঃ শীতসিতয়া সাধু সংগতি গঙ্গয়া।
৬। কিং তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ ॥

যিনি সাধুসংগরূপ পবিত্র গঙ্গার শীতল জলে স্নান ক'রেছেন, তাঁর আবার দানের, তীর্থাদি গমনের, তপস্যাদি কৃচ্ছ্র সাধনের বা যাগযজ্ঞের কি প্রয়োজন ?

"সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্ব শাস্ত্রে কয়।
লব-মাত্র সাধু সঙ্গে সর্ব সিদ্ধ হয় ॥"

মহাত্মা তুলসীদাসজী ব'লছেন—

"এক ঘড়ি, আধি ঘড়ি, আধিসে পুনি আধ,
তুলসী সন্তন্‌কে সঙ্গ হরে কোটি অপরাধ ॥"

জগদ্‌গুরু শংকরও ব'লেছেন—

"ক্ষণ মিহ সজ্জন-সংগতি রেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥"

সাধু সংগের ফলের তুলনা নাই।

বাণী-গুণানুকথনে শ্রবনৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্মসু মন স্তব পাদয়োর্নঃ
৭। স্মৃত্যাং শিব স্তব নিবাস-জগৎ-প্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনে হস্ত
ভবত্তনূনাম্ ॥

দেবর্ষি নারদের কৃপাদণ্ডের ফলে মহাদেবের অতি প্রিয়, যক্ষরাজ কুবেরের নল কুবর নামক পুত্রদ্বয় শ্রীবৃন্দাবনধামে যমলার্জ্জুন বৃক্ষরূপে পরিণত হ'য়েছিল। তবে, অভিশাপের মধ্যে কৃপা ছিল এই, —যখন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে লীলা ক'র্ত্তে দ্বাপরে মর্ত্ত্যধামে শ্রীবৃন্দাবনে গোপবালক রূপে আবির্ভূত হবেন, তখন তাঁর দর্শন ও স্পর্শনে তারা বৃক্ষযোনি মুক্ত হ'য়ে পুনরায় স্বধামে ফিরে আসবে। তাই যখন গোপ শিশুটীর দ্বারা অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয় উৎপাটিত হয়, তখন ঐ দুই ভাই মুক্ত হ'য়ে ব্রহ্ম গোপাল বেশী নন্দদুলালের চরণে এই প্রার্থনা জানিয়েছিল—প্রভো !

ওঁ

তোমার লীলা দর্শনে বঞ্চিত হ'য়ে প্রাণ তো ফিরে যেতে চাইছে না। তবে তোমার নির্দেশ যখন যেতেই হ'বে। তখন ঐ রাঙা চরণে এই প্রার্থনা—

যতদিন রসনা কথা কইতে পারবে, ততদিন যেন তোমারি গুণগান ক'রতে পারি; কর্ণদ্বয় যেন তোমার কথা ছাড়া অন্য কথা না শোনে; হাত দুটী কেবল তোমার কাজেই নিযুক্ত থাকে; মন যেন তোমার শ্রীচরণ কমল যুগলের ধ্যানে ডুবে থাকে; মস্তক যেন তোমার নিবাস ভূমি এই জগতের ধূলিতে-প্রণত হয়; আর সর্ব্বপরি নয়নদ্বয় যেন সাধু মহাত্মাদের দর্শনে ধন্য হয়, কেন না, সাধু মহাত্মাগণ তোমারি দ্বিতীয় কলেবর স্বরূপ।

কৃপাচার্য্য ব'লেছিলেন,—"ক্রোধোঽপি দেবস্য বরণে তুল্যম্।" গুরুজনের রাগ আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। তাই তাঁরা যখন দণ্ড দেন, তখন তাতে কৃপামিশ্রিত থাকে।

ধন্যানাং গিরিকন্দরেষু বসতাং
জ্যোতিঃ পরং ধ্যায়তাম্
আনন্দাশ্রু-কণান্ পিবন্তি শকনা
নিঃশংক অংকে শয়াঃ।
৮। অস্মাকন্তু মনোরথোপরচিত
প্রাসাদ-বাপীতট
ক্রীড়াকানন-কেলি-কৌতুক-জুষামায়ুঃ
পরং ক্ষীয়তে॥

পুণ্যাত্মগণ তেজময় পরব্রহ্ম চিন্তায় নিবিষ্ট থাকিয়া গিরি-গুহাভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছেন, পক্ষীকুল নির্ভয়ে তাঁহাদের ক্রোড়ে বসিয়া তাঁহাদের আনন্দাশ্রু বিন্দু পান করিতেছে, কি অপূর্ব দৃশ্য!

কিন্তু বিষয় লম্পট আমরা কেবল মনোরথ-কল্পিত অট্টালিকার উপরে, সরোবর তটে ও ক্রীড়োধানে ক্রীড়া কৌতুক কল্পনা করিয়াই পরমায়ু ক্ষয় করিতেছি।

ব্রহ্মোন্দ্রাদি মরুদ্গণান তৃণকণান্
যত্র স্থিতো মন্যতে
যচ্ছাপাদ্ (যৎ স্বাদাৎ) বিরসা ভবন্তি বিষয়া
স্ত্রৈলোক্য রাজ্যাদয়ঃ
বোধঃ কোঽপি স এক এব পরমো
নিত্যোদিতো মৃগ্যতে
ভোঃ সাধো! ক্ষণভঙ্গুরে তদিতরে ভোগে
রতিং মা কৃথাঃ॥

ওঁ

যাঁহার আশ্রয় পাইলে সাধক ভক্তগণ ব্রহ্মাদি সুরগণকেও তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন, যিনি ক্রুদ্ধ হইলে, অথবা যে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মরস আস্বাদ হয়, যার ফলে,—ত্রিভুবনের রাজত্বাদি অখিল ঐশ্বর্য্যই নীরস বোধ হয়, সেই অনির্বচনীয়, জ্ঞানানন্দময়, নিত্য প্রকাশমান, একমাত্র পরমাত্মা সর্বত্রই বিরাজিত রহিয়াছেন। হে সাধুগণ! তোমরা তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কোন আপাত-সুখকর, যাহা ক্ষণবিধ্বংসী, তেমন বস্তুতে মোহবশতঃ কদাচ আসক্ত হইও না। কারণ,

১০। "আপাতরম্যবিষয়াঃ পর্য্যন্তাঃ পরিতাপিনঃ॥"

আশা নাম নদী মনোরথ জলা
তৃষ্ণা তরঙ্গা কুলা,
মোহাবর্ত্ত-সুদুস্তরাতি-গহনা
প্রোত্তুঙ্গ-চিন্তাতটী।
রাগ গ্রাহবতী বিতর্ক-বিহগা
ধৈর্য্য দ্রুমধ্বংসিনী,
তস্যাঃ পারং গতা বিশুদ্ধ মনসো
নন্দন্তি যোগীশ্বরাঃ॥

আশারূপ নদীতে বাসনা কামনারূপ বারি পরিপূর্ণ রহিয়াছে, বিষয় ভোগের পিপাসা যে নদীর তরঙ্গরূপে সর্বদা আন্দোলিত হইতেছে, যে নদীতে মোহরূপ কুম্ভীর সর্বদা বাস করে, দেহ, গেহ, পুত্রকন্যাদি ও মানসম্ভ্রমের মোহের ঘূর্ণীপাক যেখানে সর্বদা বর্ত্তমান, যহা অতি গভীর ও যাহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া প্রায় অসাধ্য, যে নদীর পাড় অতি উত্তুঙ্গ চিন্তা দ্বারা গঠিত, যাহার সৈকতপ্রদেশে তর্কবিতর্ক রূপ পক্ষিকুল বাস করিতেছে, যাহারা ধৈর্য্যরূপ তীরস্থ বৃক্ষকে নিপাতিত করে, পবিত্রমনা যোগিগণ ভুবন ব্যাপ্ত সেই আশানদী উত্তীর্ণ হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত অবধূতের চব্বিশ গুরুর অন্যতমা—পিঙ্গলা নাম্নী বেশ্যার উক্তিও "আশা বলবতী কষ্টম্"—এই বিষয়ে প্রমাণ দেয়।

মাইকেল মধুসূদনও সখেদে লিখেছেন—

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়! তাই ভাবি মনে।"

আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ দিয়ে ভক্ত শুনিয়েছেন,—"কফ নিবারিতে পিপ্পলী খাইনু, কি ফল ফলিল তায়॥"

তাই "নৈরাশ্যং পরমংসুখম্"! —অবধূতের আর এক গুরু চিল (পক্ষী বিশেষ) ও কাকের অত্যাচারে মাংসখণ্ড ত্যাগ করার পর ঐ কথা বলে।

ওঁ

১১। ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী
শান্তিশ্চিরং গেহিনী,
সত্যং সূনুরয়ং দয়া চ ভগিনী
ভ্রাতা মনঃ সংযমঃ।
শয্যা ভূমিতলং দিশোঽপি বসনম্
জ্ঞানামৃতং ভোজনম্,
এতে যস্য কুটুম্বিনো
বদ সখে কস্মাদ্ ভয়ং যোগিনঃ ॥

যে সকল যোগী ধৈর্য্যকে পিতা,
ক্ষমাকে জননী,

শান্তিকে পত্নী, সত্যকে পুত্র, দয়াকে সহোদরা, মনঃসংযমকে ভ্রাতা, ভূমিতলকে শয্যা, দিক্‌সকলকে বসন ও তত্ত্বজ্ঞানরূপ সুধাকেই ভোজ্য জ্ঞান করেন, এইরকম আত্মীয় কুটুম্ব পরিবৃত হইয়া যাঁহারা সর্বদাই রহিয়াছেন, তাঁহাদের আবার ভয় কোথায়? সর্বত্রই তাঁহারা নির্ভীক হৃদয়ে বিরাজ করেন। হৃদয়ের এইসব দেববৃত্তি সর্বদাই যাঁহাদের সহায়ক, তাঁহারাই বুঝেন 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন'' বাক্যের সার্থকতা। যিনি "ভয়ানাং ভয়ং, ভীষণং ভীষণানাং'' সেই আনন্দময় পরম ব্রহ্মকে ঐসব দৈব বৃত্তির সহায়তায় লাভ করার ফলে তাঁহারা কাহাকে ভয় করিবেন? তাঁহাদের কাছে সর্বদাই ''আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি''—অনুভব হয়।

১২। ভক্তির্ভবে মরণজন্মভয়ং হৃদিস্থিতং
স্নেহো ন বন্ধুষু ন মন্মথজা বিকারাঃ।
সংসর্গদোষরহিতা বিজনা বনান্তাঃ
বৈরাগ্যমস্তি কিমতঃ পরমার্থনীয়ম্ ॥

শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি, অন্তরে জন্ম মৃত্যুর ভয়, আত্মীয়স্বজনে মমত্ববোধের অভাব, কামজনিত মানসিক বিকার পরিত্যাগ, নির্জন বনভূমিতে বাস, এবং বিষয়ে বৈরাগ্য এই সকল বিদ্যমান থাকিলে আর কি প্রার্থনার প্রয়োজন?

১৩। রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতম্
স্তুত্যানির্বচনীয়তা খিল গুরো!
দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ তে নিরাকৃতং প্রভো!
যত্তীর্থযাত্রাদিনা

ওঁ

ক্ষন্তব্যো মে তদ্বিকলতা !

দোষত্রয়ং মৎ-কৃতম্ ॥

স্বরূপে যে ব্রহ্ম 'অরূপ' অর্থাৎ যে রূপের সীমা নাই, যে রূপের বর্ণনা করা যায় না, সেই অসীম অনন্ত রূপের বর্ণনা মহর্ষি বেদব্যাস কল্পনার সাহায্যে ক'রেছেন, তাই ভক্ত সাধকবৃন্দ সেই ব্রহ্মকে দেবদেবীর মূর্ত্তিতে ধ্যানের দ্বারা দর্শন করেন, কথা কন, পূজার্চনাদি ক'রে তৃপ্তিলাভ করেন। 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা" এতে বৃহত্তমকে ক্ষুদ্রতম ক'রেছেন বলে তিনি স্বীকার ক'রেছেন, এই তাঁর দোষ হ'য়েছে।

যে ব্রহ্মবাক্য মনের অগোচর, তাঁকে মহর্ষি বাক্যের গণ্ডীতে ছন্দের দ্বারা স্তব স্তুতি করেছেন এতেও তাঁর দোষ হ'য়েছে।

যিনি সর্বব্যাপী, সর্বত্র সমকালে বিদ্যমান, তাঁকে মহর্ষি তাঁর পুরাণাদি গ্রন্থে দেখিয়েছেন, তিনি মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে আছেন, কাশী কাঞ্চীতে আছেন, কিন্তু ঐসব তীর্থাদির মাঝে যেসব স্থান আছে, সেখানে কি তিনি নাই ? তা না থাকলে তাঁর সর্বব্যাপিত্বে দোষ আসে। তাই, এটিও তাঁর আর একটী দোষ ব'লে স্বীকার করেছেন।

জীবের, সাধকের, ভক্তের প্রতি অনুকম্পাবশতঃই মহর্ষি ব্রহ্মের মহিমা খর্ব করে ব্রহ্মার কাছে উপরিউক্ত তিনটী অপরাধ স্বীকার ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রেছেন। ব্রহ্মের অখণ্ডত্ব, সর্বব্যাপিত্বের হানি হ'য়েছে এটা স্বীকার ক'রেছেন। যদি মহর্ষি জীবের প্রতি এ কৃপা না কর্ত্তেন, তাহলে সেই অসীম ভূমা, অখণ্ড আনন্দসত্ত্বা, যাঁকে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, তিনি চিরদিনই জীবের অজ্ঞাত থাকতেন। আর তাঁকে না জানলে অর্থাৎ স্বরূপে, অরূপে, সগুণে—নিগুর্ণে, সাকারে—নিরাকারে—

"অস্তীত্যোপলব্ধব্য স্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।

অস্তীত্যোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥"

উভয়ভাবে না জানলে জীবের মুক্তিও কোনকালে হ'ত না। ঋষি শ্বেতাশ্বতর ব'লেছেন—

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায় ॥"

ভক্তকবি গেয়েছেন—"নিরাকারে ধর্ত্তে তাঁরে পারবি না তুই বুঝে।

দয়াল ঠাকুর তাইতো এলেন সাকার গুরু সেজে ॥"

মহতের কাছে যদি অপরাধ ক'রে তা স্বীকার করা যায়,—যদি ক্ষমা প্রার্থনা করা যায়,—ছেলে যদি দোষ করে মার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদে, মা কি তাকে ক্ষমা না ক'রে থাকতে পারেন ? "ক্ষমা-সারাহি সাধবঃ।"

ওঁ

তাই, দোষ স্বীকার কর, ক্ষমা চাও, সমস্ত দোষ তিনি মুছে দেবেন, তুমিও শান্তি পাবে।

মহৎ ব্যক্তি নিজ অপরাধ স্বীকার করেন ও তজ্জন্য অনুতপ্ত হ'য়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং ব্রহ্মাও শিশুগোপবেশী স্বয়ং ভগবানের ("ব্রহ্ম গোপাল বেশম্") নিকট অপরাধ স্বীকার ক'রে ক্ষমা চেয়েছিলেন—

"অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুবো
হ্যজানত স্ত্বৎপৃথগীশমানিনঃ"

শ্রীমদ্ভাগবতম্

ব্রহ্মমোহন লীলা।

আমি তোমার প্রভাব জানতাম না। তাই আমি এই ধৃষ্টতা ক'রেছিলাম। হে অচ্যুত! তুমি আমায় ক্ষমা কর।

অর্জ্জুনও নররূপী স্বয়ং ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে ভয়ে ভীত হয়েছিলেন—

"যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোহসি
বিহার শয্যাসন ভোজনেষু
একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥"

১৪। অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
এক স্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

যেমন একই অগ্নি ভূতগণের উৎপত্তিস্থান জগতে প্রবিষ্ট হইয়া কাষ্ঠাদি বিভিন্ন দাহ্য পদার্থের আকার অনুসারে তত্তৎ বিভিন্ন পদার্থের রূপ ধারণ করিয়াছে, সেইরূপ সর্বভূতের অভ্যন্তরস্থ আত্মা এক হইয়াও অতি সূক্ষ্মতা হেতু বিভিন্ন রূপ উপাধি অনুসারে অর্থাৎ দেহাদি আকারভেদে সেই সেই দেহের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়াছেন। আবার ঐ ঐ আধারের বাহিরেও পৃথক্ হইয়া নির্লিপ্তভাবে রহিয়াছেন।

একই আত্মা সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে বিভিন্ন আধারের অনুরূপ হইয়া থাকিলেও আধার বা দেহভেদে আধেয় বা আত্মার ভিন্নতা নাই। কাষ্ঠাদিতে অদৃশ্যভাবে স্থিত অগ্নির ন্যায় বুদ্ধ্যাদির পারে স্থিত আত্মা সদৈব অভিন্নভাবে নিজ নিত্য চৈতন্য স্বরূপে অবস্থিত আছেন।

"বাঘাম্বরী বাবা"

কলিকাতা - শ্যামবাজারে ৺ডাঃ শচীন সেনগুপ্তের বাসার ছাদে—
(দাঁড়িয়ে)—ভূপেন শ্রীবাস্তব (লক্ষ্ণৌ), কান্তি মা, সুষমা মা ও কন্যা।
(বসে)—৺বিজয়দা, ৺সুশীলদা, ৺কালী দে, শক্তিকুমার (কমণ্ডলু হস্তে) ৺পাঁচু নিয়োগী।

ওঁ

এস্থলে একটী ঘটনা মনে পড়ায় জানাচ্ছি—একদিন সন্ধ্যাকালে কলিকাতা শ্যামবাজারস্থ ডাঃ শচীন সেনগুপ্তের বাসায় থাকাকালীন সাততলার ছাদে শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে বেড়াচ্ছি—চারিদিকে রংএর খেলা—রকমারি বিজ্ঞাপন—রকমারি আলো—নিভ্ছে আবার জ্বলছে—আবার অনেক বাড়ীতে লাল, নীল, হল্দে, সবুজ—নানা রকমের আলো জ্ব'ল্ছে। যেন একটা আলোর সহর। শ্রীশ্রীবাবাকে বললাম "অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব"—ইত্যাদি। বিদ্যুত্ তো একটী মাত্র আর সেই বিদ্যুতের রং অতি শুভ্রজ্যোতির্ময়। কিন্তু আলো দেখে মনে হচ্ছে যেন লাল, নীল, সবুজ, প্রভৃতি নানা রংএর বিদ্যুৎ। আলো তো একটী সাদা ইলেক্ট্রিকের। "বাল্ব"গুলির ভিতরে সে রয়েছে, আবার "বাল্ব"গুলির কাঁচ নানা রংএর। আলোগুলো তাই ভিতরে বাইরে দেখাচ্ছে লাল, নীল, সবুজ। এগুলো আধারের অনুরূপ হচ্ছে। আসলে বিদ্যুতের রকমারি রং নয়। আবার কোনটা 'বাল্ব' গোল, কোনটা চারকোণা, কোনটা লম্বা পাইপের মত, আলোও সেইরকম মনে হচ্ছে। এগুলো দেখে উপনিষদের সেই 'অগ্নির্যথৈকো'—'বায়ুর্যথৈকো' ইত্যাদি শ্লোক মনে পড়ছে।

এই তো ঠিক? বাবা বললেন—'এইরকম দেহ বা আধারের বিভিন্ন আকার, নাম ও রূপ অনুযায়ী—আত্মাকেও নানারকম মনে হয়'। আসলে 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'। —'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ'। একঃ সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি'।

আমিও বললাম—"গবামনেক বর্ণানাং ক্ষীরস্যাপ্যেক বর্ণতা"॥ অর্থাৎ অনেক রকমের, অনেক রংএর গরু আছে—তারা দুধ দেয়। কিন্তু তাদের দুধতো কাল, পাট্‌কিলে, কমলা রংএর হয় না। কোন গরুর নাম ও রূপ—অপর গরুর সঙ্গে মেলে না। কারুর নাম ধবলী, কারুর নাম শ্যামলী ইত্যাদি—কারুর শিং লম্বা ধারাল, কারুর শিং ছোট, একটা ভাঙ্গা, আবার কারুর লেজ বড়, কারুর লেজ খুব ছোট। তা ব'লে দুধ ও তফাৎ হবে? —সব রংএর গরুর দুধই সাদা—এক রকম। এই দৃষ্টান্তে বাবা খুব হাসলেন।

বয়মিহ পরিতুষ্টা বল্কলৈ স্তং দুকূলৈঃ
সম ইহ পরিতোষো নির্বিশেষো বিশেষঃ
১৫। স তু ভবতু দরিদ্রো যস্য তৃষ্ণা বিশালা
মনসি চ পরিতুষ্টে কোহর্থবান্ কো দরিদ্রঃ।

দুই প্রতিবেশী রাজ্যের দুই রাজার পরস্পর খুব প্রীতি ছিল। একজনের পূর্বজন্মের সংস্কার অনুযায়ী একটী ঘটনাকে উপলক্ষ্য ক'রে বৈরাগ্য হয়। তিনি গৃহ, রাজ্যাদি সমস্ত ত্যাগ ক'রে বনবাসী হ'য়ে ঈশ্বর চিন্তায় সাধুসঙ্গে দিন যাপন করেন। আর তাঁর দেহের সে কান্তি নাই, বেশভূষা সব পরিত্যাগ ক'রে তিনি গাছের ছাল পরিধান ক'রে দিন কাটান। গাছের ফলমূল আহরণ ক'রে ও গ্রামান্তর

থেকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ ক'রে জীবিকা নির্বাহ করেন। বহুদিন গত হ'লে তাঁর পূর্ব বন্ধু রাজা তাঁর সন্ধান নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে আসেন। তাঁকে দেখে তো তিনি প্রথম চিন্‌তেই পারেননি। তারপরে. তিনি বন্ধুকে ব'ললেন,—"এ তোমার কি হ'ল ? কোথায় গেল শরীরের সে কান্তি,—তুমি রাজা হ'য়ে গাছের বাকল্ প'রে আছ—এ দৃশ্য আমি দেখতে পাচ্ছি না। দেখ, আমার চেহারা, ও বেশভূষা ; আর তোমার চেহারা ও বেশের কি পার্থক্য! এ তোমার শোভা পায় না। ফিরে চল ! এই রকম করে ঈশ্বর পেতে হবে ?"—

উত্তরে বনবাসী বন্ধু বললেন—"আমরা, যারা এখানে বাস করি, সকলেই গাছের বল্কল পরেই পরম তুষ্ট আছি, আর তুমি ও মণিমুক্তা খচিত বসনভূষণে সন্তুষ্ট আছ। আমাদের উভয়ের পরিতোষ আপাততঃ সমান মনে হলেও একটু তফাৎ আছে। তোমার পরিতোষে বিশেষত্ব নাই, কিন্তু আমাদের এইরকম জীবনযাত্রার পরিতোষে কিছু বিশেষত্ব আছে।

দেখ, তোমা অপেক্ষা আর একজন রাজার ঐশ্বর্য্য ও বেশভূষা অলঙ্কার দর্শনে তোমা অপেক্ষা তার বেশভূষাদি অনেক ভাল ও বেশী বলে তাতে তোমার মনে হীনতাবোধ হওয়ায় কষ্ট হবে। তার চেয়ে তোমার বেশভুষাদি ও ঐশ্বর্য্যাদি আরও যাতে বেশী হয়, তারজন্য মনে প্রবল তৃষ্ণা জন্মাবে আর ঠিক তারচেয়ে বেশী বা তার মত না হলে মনে কষ্ট হবে,—

কিন্তু ভাই, আমাদের অবস্থা এর ঠিক বিপরীত। যার মনে সর্বদাই ভোগের তৃষ্ণা প্রবল হয়, তার আশা আর মেটেনা। দেখ,

"জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ কেশা
দন্তা জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ।
ধনাশা জীবিতাশাচ
জীর্যত্যপি ন জীর্য্যতি ॥

মুখে বলি দেখা দিয়েছে, মাথার কেশ শুভ্র হয়ে গেল, দন্তগুলি ক্রমে ক্রমে পড়ে গেল, গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে, তবু সব পুরাণ হয়ে গেলেও একমাত্র ভোগের তৃষ্ণা নিত্যই নূতন রূপ ধারণ করছে।

"বলিভি র্মুখমাক্রান্তং পলিতৈ
রংকিতং শিরঃ।
গাত্রাণি শিথিলায়ন্তে তৃষ্ণৈকা
তরুণায়তে ॥"
"তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ ॥"

ওঁ

ভক্ত কবি গিরীশচন্দ্র লিখেছেন—

"সাধ কখন মেটে না ভাই, সাধে পড়ুক
বাজ।
বেলাবেলি চল্‌রে চলি সাধি আপন
কাজ।।"

এ জীবনে সব সাধ, সব কামনা পূর্ণ হয় না! তাই, শেষে কান্নার গান গেয়ে বিদায় নেয়—"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল, সকলি ফুরায়ে যায় মা।"

তাই বলি বন্ধু! মনে যদি পরিতোষ থাকে, তাহ'লে কেই বা ধনবান্ আর কেই বা দরিদ্র! সেই ব্যক্তিই যথার্থ দরিদ্র ও দয়ার পাত্র যার ভোগের তৃষ্ণা নিত্যই বাড়ছে! কিন্তু হায়! মহারাজ যযাতি ও শেষে অতি দুঃখে জানালেন—

"ন জাতু কামঃ কামনা স্বপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে"॥

ভোগের দ্বারা কামনা বাসনার আগুন নেভে না,—আগুনে ঘি দিলে যেমন তা নেভার বদলে আরও বাড়ে, সেইরকম।

অতএব সন্তোষই হ'ল ঔষধ। আর যারা সন্তোষামৃত লাভ করেছে তাদের মত ভাগ্যবান কে?—

"সন্তোষামৃত তৃপ্তানাং যৎ সুখং
শান্ত চেতসাম্।
কুত স্তদ্ধন লুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ
ধাবতাম্"॥

তাই, যা পেয়েছি, প্রভু যা দয়া ক'রে দিয়েছেন, তাইতেই সন্তুষ্ট থাকাই শ্রেয়ঃ।

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবা ব'লতেন—"অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ"।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ও ব'লেছেন—

"সন্তুষ্টো যদি বর্ত্তেত ব্রাহ্মনো যেন
কেনচিৎ"।
অহীয়মানঃ স্বাদ্ধর্মাৎ স যস্তাখিল কামধুক্॥
অসন্তুষ্টোহ সকৃল্লোকা নাপ্নোত্যপি
সুরেশ্বরঃ।
অকিঞ্চনোহপি সন্তুষ্টঃ শেতে
সর্বাঙ্গ বিজ্বরঃ"॥ [১০।৫২।৩১-৩২]

ওঁ

"হে দ্বিজবর! যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত বস্তুতে সন্তুষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণ যথাযথ ভাবে বর্ণাশ্রম ধর্মপালন করিয়া জীবন যাপন করিলে তদ্দ্বারা তাঁহার সমস্ত কামনা পূরণ হইয়া থাকে। কিন্তু দেবরাজ হইয়াও যদি ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট চিত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার পুনঃ পুনঃ বিনাশশীল লোক সমূহে যাতায়াত হইয়া থাকে। আর ধনহীন হইয়াও যদি ব্রাহ্মণ সন্তুষ্টচিত্ত হয়েন, তাহা হইলে তিনি সর্বপ্রকার চিন্তাজ্বর হইতে মুক্ত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন।

তাই শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে—

"সন্তোষই পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন।" "সন্তোষ এ বহি পুরুষস্য পরং নিধানম্।"

(সহস্রশ্লোকী ভাগবত—ব্রহ্মচারী শিশির কুমার। ১০।৫২।৩১-৩২)

মহাত্মা কবীর বলেছেন—

১৬। "সবহি ঘরমে হরি বসে, যেঁও গিরিস্নুতমে
জ্যোতি।
জ্ঞানগুরু-চক্‌মক্ বিনা কৈসে প্রগট্
হোতি॥"

সব পাথরেই আগুন আছে—লৌহ দ্বারা আঘাতের ফলেই তাহা হইতে আগুন বাহির হয়, সেইরূপ সব জীব দেহে ভগবান থাকিলেও হৃদয় রূপ চক্‌মকিতে গুরুর উপদেশ রূপ লৌহের আঘাত বিনা তাহার প্রকাশ হয়না অর্থাৎ গুরুর উপদেশ বিনা প্রভুর দর্শন হয় না। গুরুসঙ্গের এই অমৃতফল।

কিন্তু "বান্দা ভজন নাহিকরে তো গুরু জ্ঞান ক্যা করে॥—ব্রহ্মচারী শিশির কুমার সংকলিত সহস্রশ্লোকী ভাগবতে (১০।৮০।২৯-৩০।৩৩-৩৪)।

গুরুবিনা জ্ঞান নেহি। "মুক্তিস্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব ন সংশয়ঃ॥"
জ্ঞান বিনা মুক্তি নেহি॥

"আত্মৈক বোধেন বিনা বিমুক্তি
"ন' সিধ্যতি ব্রহ্ম-শতান্তরেহপি" ॥ (আচার্য্য শঙ্কর)

জগদ্‌গুরু আচার্য্য শঙ্কর এও ব'লেছেন—"মোক্ষকারণ সামগ্র্যাং
ভক্তিরেব গরীয়সী"।

১৭। বনেহপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাম্
গৃহেহপি পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্মনি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্॥

লক্ষ্ণৌয়ের ভক্তবৃন্দের সঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা
(চাঁদসীদা, নির্ম্মলদা (ব্যানার্জী), শক্তিকুমার প্রভৃতি)

"কৌপীনধারী বাবা"

ওঁ

যাহার মনে বিষয় বাসনা বিদ্যমান,
বনে গেলে ও তাহার নানাবিধ দোষ ঘটে।
আর যে ব্যক্তি চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়
দমন করিতে সমর্থ, তাহার গৃহে থাকিয়াও
সম্যক্ তপস্যার ফল লাভ হয়। শাস্ত্র নিষিদ্ধ
নিন্দিত কার্য্য ত্যাগ করিয়া বিরাগী হইতে
পারিলে তাহার পক্ষে গৃহ ও তপোবন উভয়ই সমান।

১৮। "বৈরাগ্যঞ্চ বিবেকশ্চ বেদান্তশ্চ বিচারণা,
ব্রহ্মলাভেচ্ছুণামেবং কারণানি ন সংশয়ঃ"।

যাঁহারা পরমানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মলাভে ইচ্ছুক, তাঁহাদের বৈরাগ্য, বিবেক, বেদান্ত ও বিচারণা—এই চতুর্বিধ উপায়—ইহাতে সংশয় নাই।

১৯। ভোগে রোগ ভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং
বিত্তে নৃপালাদ্‌ভয়ং,
মানে দৈন্য ভয়ং বলে রিপু ভয়ং
রূপে তরুণ্যা ভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদি ভয়ং গুণে খল ভয়ং
কায়ে কৃতান্তাদ্ ভয়ং,
সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং
বৈরাগ্যমে'বা ভয়ম্॥

বিষয়সুখ অধিক পরিমাণে ভোগের ফলে রোগের ভয়, কৌলীন্যের দম্ভ থাকিলে কুলনাশের ভয়, ধনী হইলে রাজার ভয় (বা রাজ্যশাসন তন্ত্রের আইনের ভয়.) সম্মান থাকিলে দারিদ্র্য ভয়, বলিষ্ঠ হইলে শত্রু ভয়, রূপবান হইলে যুবতী ভয়, শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলে প্রতিপক্ষ হইতে ভয়, গুণ থাকিলে খলের ভয় এবং দেহ থাকিলে যমের ভয় থাকিবে। সুতরাং সংসারে যাহা কিছু আছে, সকলই ভয়ের কারণ, একমাত্র বৈরাগ্যে ভয়ের কোন কারণ নাই—কথায় বলে—"ন্যাংটার নেই বাট্‌পাড়ের ভয়"।

২০। ব্যাঘ্রীব তিষ্ঠতি জরা পরিতর্জ্জয়ন্তী
রোগাশ্চ শত্রব ইব প্রহরন্তি দেহান্।
আয়ুঃ স্রবতি ভিন্ন ঘটাদিবাম্ভো

ওঁ

লোক স্তথাপ্যহিত মাচরতীতি
চিত্রম্ ॥

ভয়ঙ্করী জরা (বার্দ্ধক্য) হিংস্রা বাঘিনীর মত সামনে যৌবন রূপ শিকার আক্রমণের জন্য ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে, আধি ব্যাধি প্রবল শক্রর মত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নিদারুণ আঘাত করিতেছে, ছিদ্রযুক্ত কলস হইতে জল নির্গমনের ন্যায় পরমায়ু ক্ষণে ক্ষণেই বিগলিত হইয়া যাইতেছে। হায়! কি আশ্চর্য্য ! তথাপি অবিচারী মানবগণ অন্যায়াচরণের অনুষ্ঠানে কিছুতেই বিরত হইতেছে না।

এইস্থলে, শ্রীশ্রীবাবার শ্রীমুখ-নিঃসৃত প্রাচীন গান একটী উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

"রে মন চঞ্চল বিচার করিয়া চল
ইহকাল পরকাল হারায়োনা।
শরীর পিঞ্জরে জীবন-বিহঙ্গম
চিরদিন ব'সে থাকবে না॥"

২১। "চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম ন তু বস্তুপলব্ধয়ে।
বস্তু-সিদ্ধি বিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্মকোটিভিঃ॥"

নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, কিন্তু আত্মস্বরূপের বোধ হয় না। একমাত্র বিচারের দ্বারাই বস্তুর স্বরূপের উপলব্ধি হয়। কোটি কোটি কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারাও কিছুমাত্র প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে, রহূগণ নামে এক রাজা বহু দ্রব্য-সম্ভার ও লোকজন লইয়া ব্রহ্মলাভেচ্ছু হইয়া বনে যাইতেছেন। তাঁর বহু সৎকার্য্য করা আছে, যেমন বেদ পাঠাদি, অন্নদান, জলদান, যাগযজ্ঞ, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা, ইত্যাদি বহুবিধ পুণ্যকার্য্য তিনি করিয়াছেন, কেবল তপস্যার জন্য বনে যাইতেছেন। পথিমধ্যে এক স্থুলকায় জড় ব্যক্তি বসিয়াছিল। রাজা কোথায় এবং কেন যাইতেছেন জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিল যে, রাজা বহু সৎকার্য্য করিয়াছেন, এইবার ব্রহ্মলাভেচ্ছু হইয়া তপস্যার জন্য বনে বাস করিবেন বলিয়া তথায় যাইতেছেন। ইহা শুনিয়া সে বলিল,—

"রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া ন নির্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা ন জলাগ্নিসূর্য্যৈ
বিনা মহৎপাদরজোভিষেকম্॥"

হে রহূগণ রাজ ! ব্রহ্মলাভ বনে গিয়ে কঠোর তপস্যা কর্লেও হবে না, শত শত মণ ঘৃত দ্বারা অগ্নিতে আহূতি দিলেও হবে না, অন্নাদি দান ও সংবিভাগাদি দ্বারা সদ্‌গৃহী হ'লেও হবে না, গৃহত্যাগ কর্লেও হবে না, খুব শ্রুতিসুখকর মধুর সুরে বেদগান ক'র্লেও হবে না ; বরুণদেব, অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্রাদি

ওঁ

তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজাদি ও সন্তুষ্টি সাধনেও আশা নাই। এই সনাতন, পরম মঙ্গলময়, চৈতন্যময়, সর্বব্যাপী, আনন্দময় ও চিরসুন্দরকে জানতে হ'লে ও পেতে হলে—**একমাত্র উপায় সদ্‌গুরুর আশ্রয় ও তাঁর কৃপা।** চাবি তাঁর হাতে, তিনি প্রসন্ন হ'য়ে উপদেশ দ্বারা বিশুদ্ধ জ্ঞান দান ক'রে সেই পরম তত্ত্বরূপ যদি প্রকাশ করেন, তবেই জীব তদ্দর্শনে শুদ্ধ, বুদ্ধ ও আনন্দ-স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। একমাত্র তাঁর শ্রীচরণের ধূলিতে আপন ভিতর বাহির অভিষিক্ত ক'র্ত্তে পারলে সেই অনির্বচনীয় বস্তুকে এই দেহেই লাভ ক'রে জীব শিব হ'য়ে যায়—"অত্রৈব ব্রহ্ম সমশ্নুতে।"
এই মহাত্মাই "জড়ভরত" নামে খ্যাত।

২২। সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং
ন মামকীন স্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন ন তারঙ্গোহি
সমুদ্রঃ ॥

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য তাঁর ষট্‌পদী স্তোত্রে লিখেছেন—
হে নাথ! যদিও তত্ত্ববোধে তোমায় আমায় কোনও ভেদ নাই, তথাপি বলি **তোমারি আমি,** আমার তুমি নও। কারণ তুমি জনক, পিতা আমার, তোমা হ'তেই আমার উৎপত্তি, আমা হ'তে তোমার তো জন্ম নয়। তাই, চিরদিন **তোমার** আমি। যেমন, সমুদ্রেরই তরঙ্গ হয়, তরঙ্গ থেকে তো সমুদ্র হয় না। যদিও তত্ত্ব-দৃষ্টিতে

"তরঙ্গফেন-ভ্রম-বুদ্‌বুদাদি—
সর্বং স্বরূপেণ জলং যথা তথা।"

তরঙ্গ, ফেনা, ঘূর্ণীপাক ও বুদ্‌বুদ্ এ সবই "স্বরূপে" আসলে জলই, তথাপি "রূপে"—ও "নামে" বিভিন্ন মনে হয়। স্বরূপে ও লীলায় ভেদ দেখায়।
ভক্ত রসিক লিখেছেন—

২৩। "অম্বুনো অম্বুজং জাতং
ক্বচন ন অম্বুজাদ্ অম্বু।
(কিন্তু) মুরভিদি বিপরীতমেতৎ
তৎপাদাম্ভোজাৎ সুরতরঙ্গিনী
জাতা ॥

জল থেকেই পদ্ম জন্মায়, পদ্ম থেকে জল কখন জন্মে না। ঠাকুর দেখালেন, তাঁর চরণ-কমল থেকে সুরনদী মন্দাকিনী জন্ম গ্রহণ ক'র্লেন। তাঁর কার্য্য সাধারণ জীবের কার্য্যের তাই বিপরীত।

ওঁ

"নারদ কীর্ত্তন-পুলকিত মাধব বিগলিত করুণা ঝরিয়া।
ব্রহ্ম কমণ্ডলু উচ্ছলি ধূর্জটী জটীল জটা'পর ঝরিয়া।
অম্বর হইতে সম শত ধারে জ্যোতিঃ
প্রপাত তিমিরে! নামি ধরায় হিমাচল মূলে
মিশিলে সাগর সঙ্গে।

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে (মা)॥ (অম্বুজ=পদ্ম। মুরভিদি=মুরারিতে বা নারায়ণে)

তাঁর লীলা বোঝে কার সাধ্য? তাঁর ভাব অচিন্ত্য, তাঁই ব'লেছেন,—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।"

তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। আর ঈশ্বরের সংজ্ঞা হচ্ছে, "কর্ত্তুম কর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং শক্নোতীতীশ্বরঃ॥" তিনি স্বতন্ত্র হ'য়ে ও কখন কখন অস্বতন্ত্র হ'ন।

দুর্বাসা ঋষিকে তিনি ব'লেছিলেন—"অহং ভক্ত পরাধীনো
হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ!"

আমি স্বাধীন হ'য়ে ও ভক্তের অধীন হ'য়ে থাকি চিরদিন।

"হরি! কে বুঝে তোমার মায়া।"

২৪। মোহং জহি মহামৃত্যুং দেহদার-সুতাদিষু
যংজিত্বা মুনয়ো যান্তি তদ্বিষ্ণোঃ
পরমংপদম্॥

যদি মরণকে জয় ক'রে অমৃতধামে যাবার ইচ্ছা থাকে, তবে হে মানব! দেহ, স্ত্রী, পুত্রাদিতে মোহ অর্থাৎ আমার আমার বোধে অতিরিক্ত স্নেহ, যাকে শাস্ত্র মহামৃত্যুর স্বরূপ ব'লেছেন, তাহা ত্যাগ কর। এই মোহ জয় করা অতি কঠিন ব্যাপার। মননশীল মহাত্মারাই উহাতে আসক্তি সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন ও পরমানন্দ ধাম, যাকে বিষ্ণুর পরম পদ ব'লে তাঁরা বর্ণনা করেছেন, দেহান্তে তাহা প্রাপ্ত হ'ন।

২৫। অর্দ্ধ-প্রাপ্ত—বিবেকস্য ন প্রাপ্তং
স্বমমলং পদম্।
মনস-স্ত্যজতো ভোগান্
পরিতাপো হি জায়তে॥

যাদের নিত্যানিত্য বস্তুর বিচার নাই, তারা সেই পরমানন্দ অমৃতধাম কখন লাভ করে না, কারণ, যে সব ভোগ্য বস্তুর বা বিষয়ের প্রতি তাদের বিশেষ প্রীতি, সেই সব বস্তু বা স্নেহ মমতার পাত্রাদির ত্যাগ করার কথা ভাবলে তাদের খুব কষ্ট হয়। এদেরকে ব'লেছেন—"অর্দ্ধবিবেকী" এরা কখনও অমৃতধাম পায় না।

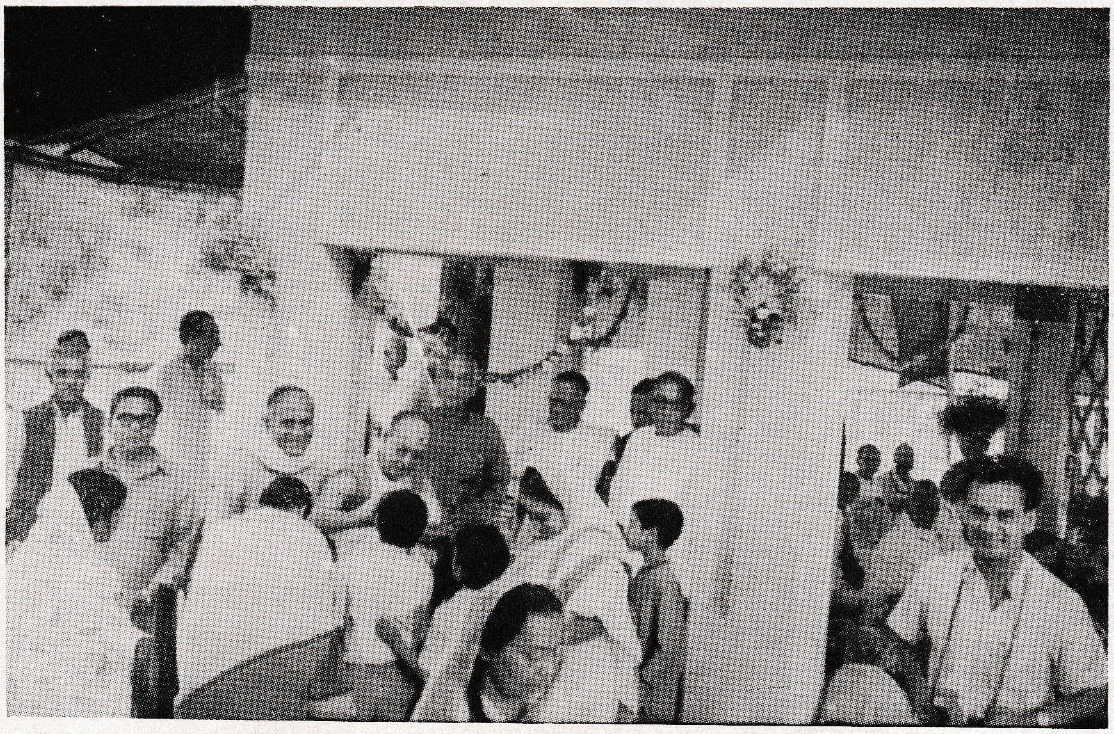

হুগলী আশ্রম—৺শ্রীশ্রীমুক্তিনাথের প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসব (১২ই মাঘ, ১৩৭০ সাল)
আচার্য্য সকলকে হোমের ফোঁটা দিচ্ছেন।

বোম্বাই জুহুবীচ—আরব সাগর তীরে স্নানের পূর্বে ভক্তবৃন্দসহ শ্রীশ্রীবাবা

ওঁ

২৬। "যা প্রীতিরবিবেকিনাং বিষয়েষ্ব ন পায়িনী
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপ—
সর্পতু ॥"

শ্রীভগবানের নিত্যপার্ষদের অন্যতম—ভক্তরাজ প্রহ্লাদ প্রভুর চরণে প্রার্থনা ক'রেছিলেন,—

'হে দেব! হে মাপ! (মাধব) "মা" লক্ষ্মীদেবীর একটী বিশেষ নাম। 'প' অর্থে পতি। তাই, লক্ষ্মীপতি বা শ্রীপতিকে "মাধব" বলা হয়, আবার "ধব" অর্থে স্বামী বোঝায়।) অবিবেকী বিষয় লম্পটদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের প্রতি যেরূপ অনপায়িনী (চিরস্থায়ী—অর্থাৎ অতি দৃঢ়া) প্রীতি থাকে, সেইরূপ অতি দৃঢ়া প্রীতি যেন তোমার প্রতি আমার চিরকাল থাকে, স'রে না যায়। অথবা, আমার হৃদয়ে যদি ঐরূপ বিষয়াসক্তি বাসা বেঁধে থাকে, তা যেন তোমার কৃপায় অপসারিত হ'য়ে যায়। পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ব'লতেন—"বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান, মা'র ছেলের প্রতি টান, আর সাধ্বী স্ত্রীর পতির প্রতি টান, এই তিন টান এক হ'লে—ঠাকুরকে পাওয়া যায়।"

আমাদের হ'চ্ছে পাঁচ সতীনের ঘর! পাঁচ ইন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। প্রত্যেকেই মন-স্বামীকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। ভাগবতে ব'লেছেন—"লুনন্তি বহবঃ সপত্ন্য ইব।" এই টানে প'ড়েই জীব কাবু হ'য়ে গেছে। "টানে প্রাণ যায়রে ভেসে কোথায় সে যায় কে জানে—ওঠা নামা প্রেমের তুফানে॥"

২৭। তস্মাদনন্তমজরং পরমং বিকাশি
তদ্ব্রহ্ম বাঞ্ছত বুধা যদি চেতনাস্তি।
যস্যানুসঙ্গতে ইমে ভুবনাধিপত্য—
ভোগাদয়ঃ কৃপণ জন্তুমতা বিভান্তি॥

হে সুধীগণ! যদি তোমাদের চেতনা থাকে, তাহা হইলে সেই অনন্ত, অমৃতস্বরূপ সর্বব্যাপী পরব্রহ্মকে পাইবার বাসনা কর। যাঁহার প্রসাদে মনুষ্যরূপী কৃপণ জন্তুগণ ভুবনাধিপত্য ভোগ করিতেছে, তোমরা এই অনিত্য সংসার মায়ায় ভুলিয়া সেই নিত্যানন্দ পূর্ণব্রহ্মকে অনাদর করিতেছ।

২৮। ইতিহাস পুরাণানি সামান্যা গনিকা
ইব।
যা পুনঃ শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা
কুল-বধূরিব॥

ব্রহ্মবিদ্যার সহিত তুলনা ক'রে ইতিহাস—পুরাণাদিকে মহাত্মারা বার-বণিতার পর্য্যায়ে ফেলেছেন। বারবণিতারা প্রকাশ্যে সকলের সমক্ষে লজ্জাহীনার মত নিজেদের রূপ দেখায়। ইতিহাস

ওঁ

পুরাণাদিতে বাইরের গল্প কাহিনীর সৌন্দর্য্যই উপলব্ধি হয়, কিন্তু তত্ত্ব-রূপ অত্যন্ত গুপ্ত। ব্রহ্মবিদ্যাদেবী কিন্তু নিজেকে, কুল বধূরা যেমন পূর্বে অন্দর মহলে নিজেদের রা'খতেন, লজ্জাহীনার মত সাধারণ লোকের নিকট আপনাকে প্রচার করা হেয় মনে ক'র্ত্তেন, তেম্নি তিনিও—অত্যন্ত গুপ্তা। তাই ব্রহ্মবিদ্যার অপর নাম গুপ্তবিদ্যা। মহাত্মারা বলেন—"প্রকট্ সে ভ্রষ্ট্, গুপত্ সে মুকত্।" তন্ত্রশাস্ত্রেও এ বিদ্যাকে ব'লেছেন—"মাতৃজারবৎ গোপ্যা।" এ বাজারের জিনিষ নয়। মণিরত্ন পাহাড় পর্বতের গুহার মধ্যেও রত্নাকরের অতল তলেই পাওয়া যায়। এ গুপ্তবিদ্যা—গুরুমুখী বিদ্যা গম্ভীরা ব্রহ্মবিদ্যা—"ন দেয়া যস্য কস্য চিৎ।"

২৯। শৈলে শৈলে ন মানিক্যং
মৌক্তিকং ন গজে গজে।
সাধবো ন হি সর্বত্র
চন্দনং ন বনে বনে।

আবার, যেমন সব পর্বতে মানিক পাওয়া যায় না, সব হস্তীর মস্তকে মুক্তা জন্মায় না, সব বনে চন্দন গাছ ও পাওয়া যায় না, তেম্নি যথার্থ সাধু ও হাটে মাঠে ঘাটে, বাজারের রূপসীদের মত দেখা যায় না। "ইতরে বেশধারিণঃ।"

স্বাতী নক্ষত্রের জল যে ঝিনুকের মুখে ও যে হস্তীর মাথায় পড়ে, সেই ঝিনুকের পেটে ও সেই হস্তীর মাথায় মূল্যবান্ মুক্তাফল জন্মায়। সব শুক্তিতে ও সব গজের মাথায় মুক্তা পাওয়া যায় না।

"নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা"
"দুর্লভং এয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহ-হেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃ॥"
মহাপুরুষ সংশ্রয় ও দুর্লভ।—
"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"। (শ্রুতি)
"অনন্য প্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি"। (")

ব্রহ্মজ্ঞ গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট হইলেই আত্মতত্ত্ব বা ভগবত্তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর শিক্ষা ব্যতীত স্বরূপজ্ঞান ও ভগবদ্দর্শন হয় না।

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ (মুণ্ডক ২।২।১২)

বিদ্যার্থী পরমাত্মার সাক্ষাৎকারার্থ যথাসাধ্য উপঢৌকন লইয়া শ্রুতিপারংগম ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকটযাইবে। কারণ, ব্রহ্মজ্ঞ বা তত্ত্বজ্ঞ না হইলে যে কেউ অপরোক্ষ জ্ঞানের উপদেশ করিতে পারেন না;

ওঁ

এবং শাস্ত্রজ্ঞ না হইলে শিষ্যের সমস্ত সন্দেহ দূর করিতেও কেহ সমর্থ হ'ন না। এইজন্য **শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রহ্মবেত্তা পুরুষই প্রকৃত সদ্‌গুরু।**

শ্রীভগবান্ গীতায় বলেছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন স্তত্ত্বদর্শিনঃ"

তত্ত্ব জিজ্ঞাসু ভক্ত তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্বক করযোড়ে যদি প্রার্থনা করেন,—

"অধীহি ভগবন্ ! ব্রহ্মবিদ্যাং বরিষ্ঠাম্
সদা সদ্ভিঃ সেব্যমানাং নিগূঢ়াম্।"

তৎক্ষণাৎ তাঁকে অধিকারী বুঝে কৃপা ক'রে—সেই মহাত্মা তত্ত্বোপদেশ দানে কৃতার্থ করেন। তাঁদের ন্যায় দাতা কে আছে ?

"শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো
বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীম ভবার্ণবং
জনানহেতুনাহন্যানপি
তারয়ন্তঃ।

ঋতুরাজ বসন্ত বৃক্ষলতাদিতে নূতন নূতন পত্র, ফল ফুলাদি দানে জীবলোকের আনন্দ দান করে, সেই রকম স্বভাব বশতঃ শান্ত মহাত্মাগণ এ জগতে লোকের মঙ্গল সাধন করেন। তাঁরা নিজেরা মহাভয়ংকর ভবসিন্ধু পার হইয়া গেলেও অন্যান্য সকলের জন্য অহৈতুকী কৃপাবশতঃ তত্ত্বজ্ঞানাদির উপদেশ দান ও পথ প্রদর্শন করিয়া ভীম ভবার্ণবের পারে লইয়া যাইবার জন্য দেহভার বহন করেন। পরের দুঃখ কষ্ট দূরীকরণের চেষ্টাই তাঁদের স্বভাব।

এইরকম মহাত্মা যেমন যেখানে সেখানে মেলে না, ব্রহ্মবিদ্যাও সেইরকম যে কেউ দিতে পারে না,

"গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
গুরবো বিরলাঃ সন্তি চিত্তসন্তাপ নাশকাঃ॥"

ছেলের কাছে মা যেমন ঘোমটা খুলে রাখেন, মাতার ধত হিতকারিনী শ্রুতিদেবীও সেইরকম উপযুক্ত সাধকের কাছেই প্রকাশিতা হন। আর, পূর্বোক্ত সমর্থবান্ ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন সদ্‌গুরুর শ্রীমুখ থেকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ প্রাপ্ত হ'লে—"ভবেদ্ বীর্য্যবতী বিদ্যা—গুরু বক্ত্রাৎ সমুদ্ভবা"। অন্যথায় কি হয় ?

"নির্বীর্য্যা নিষ্ফলা স্যাৎ।"

নৈমিষারণ্যে ব্রহ্মবিদ্যাদেবী স্বয়ং আবির্ভূতা হ'য়ে তাই ঋষিদের সাবধান ক'রে দিয়ে

ব'লেছিলেন—"আমার ঘোম্‌টা যার তার কাছে খুলোনা। আমাকে গুপ্ত রেখো। তা সত্ত্বেও যদি যার তার কাছে আমাকে প্রকাশিত কর, তো আমি অভিশাপ দিচ্ছি—বিদ্যা নিষ্ফলা নির্বীর্য্যা হ'বে।" তাই, শ্রুতি মাতা সকলের কাছে প্রকাশিতা হ'ন না। সদ্‌গুরু কৃপা ক'র্লে বিদ্যাদেবীও কৃপা করেন। ব্রহ্মবিদ্যাই গুরু-শক্তি।

"গুরোর্মধ্যে স্থিতা মাতা
মাতৃমধ্যে স্থিতো গুরুঃ।
গুরোর্মাতা নমস্তুভ্যং
মাতৃগুরুং নমাম্যহম্‌॥"

৩০। যো যস্য বেদ ন গুণ প্রকর্ষং
স তস্য নিন্দাং সততং করোতি।
যথা কিরাতী করিকুম্ভজাতা
মুক্তা-পরিত্যজ্য বিভর্ত্তি গুঞ্জাঃ॥

খল প্রকৃতির লোকেরা অপরের দোষ ইদর্শন করে, কারণ গুণীর গুণ তারা কিছুই বোঝে না। তাই, তারা নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী গুণীর গুণের কদর না বুঝে তার অনাদর করে। যেমন ব্যাধ বনে ও পাহাড়ে সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হস্তীর বিদীর্ন মস্তকে অমূল্য মুক্তা দর্শন ক'রে ও তার গুণের মূল্য না বুঝে তাকে ফেলে দিয়ে অদূরে জঙ্গলে সাদা, লাল কুঁচফল দেখে তাতেই মুগ্ধ হ'য়ে তার থ'লে ভর্ত্তি করে।

তাই পণ্ডিতরা বলেন, গুণা গুণজ্ঞেষু গুণা ভবন্তি। তেনির্গুণং প্রাপ্য ভবন্তি দোষাঃ॥" গুণের সমাদর সমঝ্‌দারের কাছেই হ'য়। গুণহীনের কাছে গুণীর গুণের কোন সমাদর হয়না—দোষ ব'লেই তার কাছে গণ্য হয়। বাংলায় চল্‌তি কথায় বলে—

"চাষা কি জানে কর্পূরের গুণ
শুঁখে শুঁখে বলে সন্ধব নুন॥"

তাই ব'লেছেন, "পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্বে
মূর্খে দোষাশ্চ কেবলম্‌॥"

লংকা থেকে সীতা উদ্ধারের পর অযোধ্যায় ফিরে এসে মা জানকী বৎস হনুমান্‌কে পরিতোষ ক'রে নিজ হাতে রেঁধে খাওয়ালেন। তারপর, তাঁর গলদেশ থেকে শ্রীরামচন্দ্রের দেওয়া মহামূল্য মণি রত্নমালা হনুমানের গলায় স্নেহভরে পরিয়ে দিলেন। মহাবীর হনুমান্‌ গলায় সেইহার প'রে কিছুক্ষণ থেকে নেড়ে চেড়ে দেখলেন—তারপর, দাঁতে ক'রে কামড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। মারুতির এই দুর্বিনীত আচরণ দেখে রামানুজ লক্ষ্মণ মা জানকীকে হনুমান্‌ অপমান ক'রেছে ভেবে ভীষণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে তাকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা ক'রে ব'ল্লেন,—"বনের বানর! এ দেব দুর্লভ রত্নাহারের

হুগলী ও কলিকাতার সন্তানদের সঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা ডাঃ শচীনদার বাসার ছাদে।

(৺রাসবিহারী মল্লিক, ৺আশুতোষ ঘোষ, ৺মাখনদাদা, শক্তিকুমার, চেলাবাবা, 'মিতে' (বিশুদা) প্রভৃতি)

মর্য্যাদা তুই কি বুঝবি ? মা আমার আর দানের পাত্র খুঁজে পেলেন না !" শ্রীরামচন্দ্র ব'ললেন, "ওকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না, কি বলে ?"—

তখন লক্ষ্মণ ব'লেছিলেন,—

"কিং রত্নাহারৈঃ খলু মর্কটস্য
পক্বান্ন—ভোজৈঃ কিমু গর্দভস্য।
অন্ধস্য দীপৈ র্বধিরস্য গীতৈ
মূর্খস্য কিং তত্ত্ব-কথা প্রসঙ্গৈঃ ।।"

কথায় বলে,—"বানরের গলায় যেন গজমতি হার।" অর্থাৎ অযোগ্য পাত্রকে পুরস্কার দেওয়ার মত। বনের বানরের গলায় রত্নহার, সে কি বুঝবে এর মূল্য ! গাধা কি বুঝবে সুপাচিত অন্নব্যঞ্জনাদির সুস্বাদ ? অন্ধ কি বুঝবে দীপের প্রয়োজনীয়তা, বধির কে সঙ্গীত শুনিয়ে কি লাভ ? তেম্নি মূর্খের কাছে তত্ত্ব কথা ব'লে কি লাভ ?

পূর্বে বলা হ'য়েছে—খল প্রকৃতির লোক সাধুর ও দোষ দর্শন করে। এ তার স্বভাব। "স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ ॥" "যঃ স্বভাবো হি যস্য স্যাত্তস্যাসৌ দূরতিক্রমঃ। শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা স কিং নাশাত্যুপানহম্ ।।" যার যা স্বভাব, সে তদনুযায়ী আচার ব্যবহার করবেই। কুকুর কে যদি রাজা ক'রে দেওয়া যায়, চাম্ড়ার জুতো সে সুবিধা পেলেই খাবে। এ তার প্রকৃতি।

এই খল প্রকৃতির লোকেরা পরের ভাল একেবারে সহ্য ক'র্ত্তে পারে না। এমনকি সামান্য ত্রুটী দেখলেই হৈ হৈ ক'রে সকলকে জানায়, কিন্তু নিজের যে কি দোষ তা দেখে না।

"খলঃ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি
পশ্যতি।
আত্মনো বিল্ব মাত্রাণি
পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ।।"

খল ব্যক্তি নিজের বেলের মত বৃহৎ অর্থাৎ বহু দোষ থাকলেও দেখতে পায় না, কিন্তু অপরের সর্ষের মত সামান্য দোষ দেখেই সকলের কাছে খুব নিন্দা করে। এ রকম করা তার স্বভাব। এ যেন— "চালুনির ছুঁচের ছেঁদা দর্শন ও তর্ক।"

"মক্ষিকা ব্রণ মিচ্ছন্তি
মধু ইচ্ছন্তি ষট্পদাঃ।
সাধবো গুণ মিচ্ছন্তি
দোষমিচ্ছন্তি বর্বরাঃ ।।"

ওঁ

ধুদের কথা আস্তাম্—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ ও দুর্জ্জনের' তথা মুর্খের সমালোচনার অতীত নন। তাই এই সাধুবাণী প্রচলিত আছে—

"মূর্খস্য কিং তত্ত্ব কথা প্রসঙ্গৈঃ ॥"

"অরসিকেষু কবিত্বং শিরসি মা লিখ মা লিখ।"

অরসিকের কাছে রসের কথা কইবে না। সে তার বিকৃত ভাবটাই নেবে। তাই, শাস্ত্রে অধিকারী ভেদ করেছেন।

গীতার সর্বশেষে (মোক্ষযোগে)

স্বয়ং শ্রীভগবান্ শ্রীমুখে ব'লেছেন—

"ইদংতে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি ॥"

আবার এই অমৃতই তিনি দিতে ব'লেছেন—

"য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিংময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্য সংশয়ঃ ॥"
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥"

[শ্রীভগবান্ শাস্ত্র-সম্প্রদায়ের বিধি বলিতেছেন]

"হে অর্জ্জুন! সংসার নিবৃত্তির জন্য তোমাকে উপদিষ্ট এই গীতা শাস্ত্র তপস্যাহীন ব্যক্তিকে বলিবে না। তপস্বী হইলেও গুরু ও ঈশ্বরে ভক্তি-রহিত ব্যক্তিকে কখনও ইহা বলিবে না। ভক্ত ও তপস্বী হইলেও শ্রবণেচ্ছু না হইলে ইহা তাহাকেও বলিবে না। আমি ভগবান্ বাসুদেব। আমাকে প্রাকৃত মানুষ মনে করিয়া আত্ম-প্রশংসাদি দোষ আমাতে অধ্যারোপ পূর্বক অজ্ঞান বশতঃ যিনি আমার ঈশ্বরত্বে অবিশ্বাসী, তাঁহাকেও উহা বলিবে না। (কেবল ভক্তি-গুণ থাকিলেই গীতাশাস্ত্র শ্রবণের পাত্র হইতে পারেন)। কেবলমাত্র ভগবানে অসূয়া শূন্য, তপস্বী, ভক্ত ও শুশ্রূষু ব্যক্তিকেই এই গীতা শাস্ত্র বলিবে।" (স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত ও স্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা হইতে সংগৃহীত)।

তাই ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা,—তোমার এই "মণি-রত্নমালা" মাত্র সাধক ভক্তেরই যেন কণ্ঠহার হ'য়ে থাকে। বনের বানরের গলায় যেন না যায়। মনে রাখিবেন শ্রীরামচন্দ্রের লীলাসহচর অজ্ঞানানন্দন মহাবীর, হনুমান্ রূপে যিনি সীতা উদ্ধারণের প্রধান নায়ক হ'য়ে এসেছিলেন, তিনি আর সাধারণ মর্কট এক নয়। অধিকারী বিচার না ক'রে অমূল্য সম্পদ্দান ক'র্লে ব্যভিচার হয়, সেখানে ধর্ম নষ্ট হয়। তাই, সকলকে সব জিনিষ দেওয়া যায় না। অতি উদারতা দোষেরই কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়।

ওঁ

"অতি দর্পে হতা লঙ্কা
অতি মানে চ কৌরবাঃ।
অতি দানে বলির্বদ্ধঃ।
সর্বমত্যন্ত গর্হিতম্ ।।"

তাই, ব'লেছেন— "রে মন চঞ্চল!
বিচার করিয়া চল।—"

আমাদের ঋষিরা কৃপণ ছিলেন না, আমাদের শাস্ত্র অতি উদার। তবে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে ব্যভিচার যাতে না হয়, তার জন্যই বাঁধন ও গণ্ডি দিয়েছেন।

৩১। কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা সা চ বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরশ্চ তেষাং
যেষাং কুলে গুরুভক্ত একঃ॥

যে বংশে একটি মাত্র গুরু-ভক্ত জন্মায়, সে বংশ পবিত্র, সেই পুত্রের জন্মে তার গর্ভধারিণী কৃতার্থা, তার আবির্ভাবে ধরিত্রী ও তার নিবাস স্থল ধন্য, তার পিতৃপুরুষগণ সকলে স্বর্গে আনন্দে নৃত্য করেন। বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী ও গুরুভক্ত সকলের প্রতিই এই মহাজন বাক্য প্রযোজ্য।

"ধন্যামাতা পিতা ধন্যো ধন্যং সর্বকুলংতথা।
ধন্যা চ বসুধা দেবি! গুরুভক্তিঃ সুতুর্লভা।।" গুরুগীতা

(দ্বাত্রিংশৎরত্ন—"সুমেরু")

"যেষাং শ্রীমদ্-যশোদাসুত-পদ-কমলে
নাস্তি ভক্তির্নরাণাম্
যেষামাভীর কন্যা-প্রিয়-গুণ-কথনে
নানুরক্তা রসজ্ঞা।
যেষাং শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-ললিত-পদ কথাসু
আদরো নৈব কর্ণঃ
ধিক্তাম্ ধিগেতান্ কথয়তি নিতরাং
কীর্ত্তনস্থো মৃদঙ্গঃ ॥

ওঁ

অতি দুর্ল ভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া ও যাহাদের স্বয়ং ভগবান্ যশোদানন্দনের শ্রীচরণ কমলে ভক্তি নাই, যাহাদের রসনা আহিরীবালা (গোপী) দের প্রিয়তম গোপী-জন বল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের গুণগান করে না, তাঁর মধুর, অতি মধুর লীলা কাহিনী আনন্দের সহিত শ্রবণ করে না, সেই সব আত্মঘাতী, অতি দুর্ভাগ্য, শ্রদ্ধা-ভক্তি হীন মানবকে ধিক্কার দিবার জন্যই যেন কীর্ত্তনস্থ মৃদঙ্গ পর্য্যন্ত আমাদের উপদেশ দিতেছেন। হরি কথা পঠন পাঠনাদির শেষে হরিনাম কীর্ত্তন হয়। সর্বশেষে এই কীর্ত্তনের ফলে বিশেষ উল্লাস হয়। আর, কীর্ত্তনের বিশেষ অঙ্গ হ'চ্ছে মৃদঙ্গ— অর্থাৎ শ্রীখোল। (মৃৎ-মাটী। শ্রীখোল মাটীর তৈরী) আরতির পরও

"শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে করতাল,
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল।"

মৃদঙ্গ বাদ্যের সময় তাহা হইতে যে ধ্বনি হয়, তাতে মনে হয় যেন—

"ধিগ্ তান্, ধিগ্ তান, ধিগি ধিগি ধিগিতান্ ধিগ্তান্ ধিগ্তান্
ধিগ্ ধিগ্ ধিগ্তান্—ধিগেতান্ ধিগে তান্ ধিগেতান্—।

এই ধ্বনি শ্রবণে খুব উল্লাস হয়। এই ধ্বনির অর্থ ক'রেছেন রসিকরা এই বলে—ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোদের, মনুষ্য জন্মে ধিক্। এমন দেবদুর্লভ জন্ম পেয়েও প্রভুর কথা শুন্‌লি না, প্রভুর কথা কইলি না। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।—

এই অতিরিক্ত মণিরত্নটীর সংযোগ যেন শ্রীভগবানের জপমালার একশত আটের অতিরিক্ত একশত নবম দানা। —এইটী (নবমটী) থাকে মাথায়—শিরোমণি রূপে। একে বলা হয়, "সুমেরু"।— সুমেরু লঙ্ঘন ক'রে জপ ক'র্ত্তে নাই। পুনরায় ঘুরিয়ে জপ ক'র্ত্তে হয়। কিন্তু এই সুমেরু "নামক ১০৯ সংখ্যক দানা না থাকলেও জপমালা সাঙ্গ হয় না। সেই রকম এই "সাধক রত্নহারের" ৩১টী রত্নেয় অতিরিক্ত আর একটী শিরোরত্ন যোগ ক'রে "সুমেরু" করা হ'ল।

অমৃতধারার দশটী।

১) বখ্ত্ চলা যাতা।

২) আচারঃ প্রথমো ধর্ম্মঃ।

৩) ছাড়িস্ যদি দাগাবাজি
কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারিস্।

৪) "গুরু ভাল বেসে
সঙ্গে মিশে
ফিরিয়ে দেবেন মন।"

৫) ভয় কি! তোর একজন আছে—তবে আমি
তার নাম জানি না।

ওঁ

৬) Have Confidence

৭) Behold the Father!

৮) কি অভাব তার যে একবার তোমার শরণ ল'য়েছে ?

৯) ভক্ত ভগবান্ নাইকো ভিন্ন,
এক আত্মা একই তনু।

১০) ঠাকুরের ভোগের অন্ন রাঁধ্‌বার অধিকার
ব্রাহ্মণ মেয়েদেরও আছে।

(পূর্ব্বে হুগলী আশ্রমে ৺সুশীলদাদা শ্রীশ্রীবাবা মুক্তিনাথকে নিজে রেঁধে অন্নভোগ দিতেন! সেই প্রসাদ শ্রীশ্রীবাবা পেতেন। শ্রীশ্রীবাবার অন্নভোগ ৺সুশীলদার স্ত্রী ঠাকুরমাও রাঁধতেন। তিনি ঠাকুরমাকে তাঁর ভোগ রন্ধনের জন্য বহু স্থানে নিয়ে যেতেন। এখানে অন্নগ্রহণের পূর্বে ব'লতেন—"ঠাকুরের অন্নভোগ রাঁধবার অধিকার কার?" উত্তরে বলা হ'ত—"ব্রাহ্মণের।" —প্রত্যুত্তরে তিনি ব'ল্‌তেন—"শুধু ব্রাহ্মণের নয়, ব্রাহ্মণের মেয়েদেরও অধিকার আছে"।

৬। ক **শান্তি পাঠ।** (ঋগ্বেদ ১০৷১৯১)

ওঁ সংগচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সংবো মনাংসি
জানতাম্। ১ ॥
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা
উপাসতে ॥ ২ ॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ
সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥ ৩ ॥
সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥ ৪ ॥
ওঁ।

প্রধান ঋত্বিক্ আচার্য্য গুরু দীক্ষার্থী যজমানদের—ব'ল্‌ছেন—"তোমরা সম্মিলিত হও, এক সঙ্গে চল, এক তালে চল, এক কথা বল, এক মন এক প্রাণ হও। ("ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান হও সবে আগুয়ান। সাথে আছে ভগবান্ হবে জয় ॥") যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী দেবগণ একমত হ'য়ে হবির ভাগ পেয়েছেন তোমরাও সেইরূপ হও। এঁদের মন্ত্র সমান, সমিতি সমান, চিত্ত ও মন সমান। তোমাদেরও সমান

ওঁ

মন্ত্র লক্ষ্য ক'রেই ব'লছি তোমাদের সমান হবির দ্বারা আমি হোম ক'রছি। আশীর্বাদ করি, তোমাদের সংকল্প সমান হোক, তোমাদের হৃদয় সমান হোক, তোমাদের মন সমান হোক, যাতে তোমাদের সুন্দর মিলন হ'তে পারে।" (সাধনা)

৬। খ (অথর্ব বেদ, ১৯।৯।১৪)

"ওঁ পৃথিবী শান্তি রন্তরীক্ষং শান্তি—
দ্যৌঃ শান্তি রূপঃ শান্তি—
রোষধয়ঃ শান্তিবর্নস্পতয়ঃ শান্তি—
বিশ্বে·মেঃ দেবাঃ শান্তিঃ
সর্বেমে দেবাঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি ভিঃ।
তাভিঃ শান্তি ভিঃ সর্ব শান্তি ভিঃ
শময়াম্যহং যদিহ ঘোরং
যদিহ ক্রুরং, যদিহ পাপং
তচ্ছান্তং তচ্ছিবং
সর্বমেব শমস্তু নঃ।"
ওঁ শান্তি ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

৬। গ **শান্তি পাঠ**

"বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি।
শুষ্ক হৃদয় ল'য়ে আছে দাঁড়াই'য়ে
ঊর্দ্ধমুখে নরনারী॥
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ,
না থাকে শোক পরিতাপ।
হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক,
বিঘ্ন দাও অপসারি॥
কেন এই হিংসা দ্বেষ, কেন এই ছদ্মবেশ,
কেন এই মান-অভিমান।
বিতর বিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে,
জয় জয় হোক তোমারি॥"
(বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ রচিত)

ওঁ

শ্রীশ্রী১০০৮ আদি শঙ্করাচার্য্যের দশনামী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত—

গিরি সম্প্রদায়ের পরিচয়।

ক্ষেত্র—বদরিকাশ্রম।

মঠ—জ্যোতিঃ বা যোশী।

সম্প্রদায়—আনন্দবার।

ব্রহ্মচারীর উপনাম—আনন্দ।

সন্ন্যাসী পদবী—গিরি, পর্বত, সাগর।

বেদ—অথর্ব।

আখড়া—নিরঞ্জনী।

তীর্থ—অলকানন্দা।

দেবতা—নারায়ণ।

দেবী—পুণ্যাগিরি।

আচার্য্য—ত্রোটকাচার্য্য (তোটকাচার্য্য)

গোত্র—ভৃগু।

মহাবাক্য—"**অয়মাত্মা ব্রহ্ম**"

শ্রীশঙ্করাচার্য্য পন্থী অদ্বৈত বাদীর গুরুপ্রণালী ও প্রণাম মন্ত্র।

ওঁ নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং
শক্তিঞ্চ তৎপুত্র পরাশরঞ্চ ব্যাসম্
শুকং গৌড়পদং মহান্তম্
গোবিন্দ-যোগিন্দ্রমথাস্য শিষ্যং
শ্রীশঙ্করাচার্য্যমথাস্য পদ্মপাদঞ্চ
হস্তামলকঞ্চ শিষ্যং
তং তোটকং বার্ত্তিককার—
মস্মান্ অস্মদ্ **গুরূন্** সন্ততমান তো হস্মি॥

(আচার্য্য শঙ্করের প্রণাম)

অন্যৎ পুরাণ মালয়ং করুণালয়ম্
নমামি ভগবৎ-**পাদম্** শঙ্করম্ শঙ্করাচার্য্যম্॥

(মহর্ষি বেদব্যাস ও আচার্য্য শঙ্করের প্রণাম)

ওঁ শঙ্করং শঙ্করাচার্য্যম্ কেশবং বাদরায়ণম্
সূত্র-ভাষ্যকৃতৌ বন্দে ভগবন্তৌ পুনঃ পুনঃ॥

ওঁ

চারি বেদের চারি মহাবাক্য

১) ঋগ্বেদ—"ওঁ প্রজ্ঞানং ব্রহ্মা ওঁ।" ব্রহ্ম

২) সামবেদ—"ওঁ তত্ত্বমসি ওঁ।"

৩) যজুর্বেদ—"ওঁ অয়মাত্মা ব্রহ্ম ওঁ।" ব্রহ্ম

৪) অথর্ববেদ—"ওঁ অহং ব্রহ্মাস্মি। ওঁ।" ব্রহ্মাস্মি

অমৃতধারার আর ও দশটী

[এই দশটী মন্ত্র ও অমূল্য উপদেশ পরম স্নেহাস্পদ জজ্ সাহেব শ্রীযুক্তমুকুল রায়ের বিশেষ আগ্রহে শ্রীশ্রীবাবার পবিত্র সমাধি-মন্দিরে লেখা থাকবে ব'লে তাঁর ইচ্ছায় ও প্রেরণায় দেওয়া হয়েছে।]

১। বন্দে গুরূণাং চরণারবিন্দে
সন্দর্শিত স্বাত্মসুখাব বোধে।
নিঃশ্রেয়সে মাঙ্গলিকায়মানে
সংসার হালাহল- মোহশান্ত্যৈ ॥

২। সংসার-সাগর- সমুদ্ধরনৈক মন্ত্রম্
ব্রহ্মাদিদেবমুনি পূজিত সিদ্ধ মন্ত্রম্।
দারিদ্র্য-দুঃখ-ভয়-শোক বিনাশমন্ত্রম্
বন্দে মহাভয়হরং গুরুরাজমন্ত্রম্ ॥

৩। মম চরণ-স্মরণেন পুজয়া চ
স্বকতমসঃ পরিমুচ্যতে জন্তুঃ।
নহি মরণ-প্রভব- প্রণাশহেতুঃ
মম চরণ স্মরণং ঋতেহস্তি কিঞ্চিৎ ॥

৪। নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভম্
প্লবং সুকল্পং গুরু-কর্ণধারম্।
ময়ানু কূলেন নভস্বতেরিতম্
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স হ্যাত্মহা ॥

৫। ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজু কুটিল-নানা পথজুষাম্
নৃণামেকো গম্য স্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥

বোম্বাই জুহু বীচ্—শ্রীজগন্ময় মিত্রের গৃহে

(দাঁড়িয়ে)—চেলাবাবা ৺কালী দে, বিশ্বনাথদা (মালা হস্তে), **শ্রীশ্রীবাবা**, ৺নচিকেতা ঘোষ, অজয় দত্ত ও প্রফুল্ল শীল।

(বসে)—৺মোহরদা, জগন্ময় মিত্র, শক্তিকুমার, গীতা মা (জগন্ময়ের স্ত্রী) "ভালো মা" "ভালো দাদা" ও জগন্ময়ের কন্যা।

৺মুক্তিনাথের মন্দিরে (শ্রীচরণতলে)
"ডান হাত" (সম্পাদক) ও "বাঁ হাত" (৺মোহরদা)

ওঁ

৬। আরাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিম্

নারাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিম্।

অন্তর্বহি যদি হরি স্তপসা ততঃ কিম্

নান্তর্বহি র্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিম্॥

৭। একমেবাক্ষরং যস্তু

গুরুঃ শিষ্যং প্রবোধয়েৎ।

পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং

যদ্দত্ত্বানৃনী ভবেৎ॥

৮। তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ বেণী

গোদাবরী সিন্ধুঃ সরস্বতী চ।

সর্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র

যত্রাচ্যুতোদার কথা প্রসঙ্গঃ॥

৯। যঃ শাস্ত্রবিধি মুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্ত্তু-মিহার্হশি॥

১০। সঙ্গঃ সর্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ স চেত্ত্যক্তুং ন শক্যতে

সদ্ভিঃ সহ প্রকুর্বীত সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্॥

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	যা আছে	যা হবে
২	৫	তপ্ত জীবনং	তপ্ত-জীবনং
৫	৪	যত্তবাং-ঘ্রি—পদ্মমধ্যে	যত্তবাংঘ্রি—পদ্মমধ্যে
৩	১০	আমরা গেঁথেছি	আমরা গেঁথেছি
২	৭	শ্রবণ মংগলং	শ্রবণ-মংগলং
৯	১২	পুস্তিকায় যতটা জানা ছিল তার খানিকটা	পুস্তিকায়, যতটা জানা ছিল তার খানিকটা,
৪	৭	শক্তিমান	শক্তিমান্
৭	৩	পরলোকগত	পরলোকগত
৯	১৪	স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ' ।	স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ' ।
৩	১০	…মালাটী আমরা গেঁথেছি'	মালাটী আমার গেঁথেছি'',
৩	১৩	জীবন ভর	জীবন-ভর
৩	১৩	কল্যাণ হোক !	
১০	১	শ্রীচরণ তলে	শ্রীচরণ-তলে
১২	২৭	(ইহা পুনরুক্তিহেতু সবটাই বাদ যাইবে।)	
১২	১২	পাইয়াছি	পেয়েছি ।
৯	৫	১৩৮৫ সাল,	১৩৫৪ সাল,
১৪	৪	অয়ং ব্রহ্ম"	স্বয়ং ব্রহ্ম" ।
১৪	৬	ব্রহ্ম "স্বরূপ",	ব্রহ্ম স্বরূপ ।
১২	১১	এ বিষয়	এ বিষয়ে
১৩	১২	গুরু বেদান্ত	গুরু, বেদান্ত
১৫	১৪	শ্রবনৌ	শ্রবণৌ
১৫	৪	কৃচ্ছ	কৃচ্ছ্র
১৫	১৫	কর্মষু	কর্মসু
১৫	১২	ভবার্নব	ভবার্ণব
১৫	১৭	হস্ত	হস্ত
১৪	১৫	এই স্বরূপই	এই অরূপই
১০	২৫	দান ক'রে,	দান ক'রে গেছেন

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	যা আছে	যা হবে
১৬	২	হ'বে।	হবে,
১৬	৪	তন্য	অন্য
১৬	৬	সর্ব্বপরি	সর্ব্বোপরি
১৬	৮	ক্রোধপরি	"ক্রোধোপি
১৬	৮	বরণে	বরেণ
১৬	১২	শকনা	শকুনা
১৬	১৮	তেজময় পরব্রহ্মা চিন্তায়	তেজোময় পরব্রহ্ম চিন্তায়
১৬	২০-২১	ক্রীড়োধানে	ক্রীড়োদ্যানে
১৬	২৫	রাজ্যাদয়:	রাজ্যাদয়।
১৬	২৬	কোহপি	কোঽপি
১৫	২৭	মৃস্তুতে	জ্স্তুতে
১৬	২২	ব্রহ্মোন্দ্রাদি	ব্রহ্মেন্দ্রাদি
১৭	১৫	রহিয়াছে,	রহিয়াছে।
১৭	২১	বণিত	বর্ণিত
১৯	৩	যে বহ্ম	যে ব্রহ্ম
১৯	৮	যে ব্রহ্মবাক্য-মনের	যে ব্রহ্ম বাক্য-মনের
১৯	২৪	বিষ্ণুতে হয়নায়"	বিষ্ণুতে হয়নায়
২০	৭	শ্রীমদ্ভাগবতম্।	(শ্রীমদ্ভাগবতম্—ব্রহ্মমোহন লীলা।
২০	৮	ব্রহ্মমোহন লীলা।	
১৮	২৫	রূপবিবজিতস্য	রূপবিবর্জিতস্য
২০	১২	কুতোহসি	কুতোঽসি
২০	১৪	একোহখবাচ্যুত	একোঽথবাপ্যচ্যুত
২১	১৫	একঃ	একং
২১	২২	স্তুং	স্থং
২১	২৫	কোহর্থবান্	কোঽর্থবান্
২৩	১	গিরীশচন্দ্র	গিরিশচন্দ্র
২৩	১১	কামনানুপভোগেম	কামানামুপভোগেন
২৩	২৩	ব্রাহ্মনো	ব্রাহ্মণো
২৩	২৫	অসন্তুষ্টৈহ সকুল্লোকানাপ্রোত্যপি	অসন্তুষ্টৈহ সকুল্লোকানাপ্নোত্যপি

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	যা আছে	যা হবে
২৪	৭	এ বহি	এব হি
২৪	১৫	ভগবান	ভগবান্
২৪	১৭	নাহিকরে তো গুরু জ্ঞান ক্যা করে ॥	নেহি করে তো গুরু জ্ঞান ক্যা করে" ॥
২৪	২২	"ন শতান্তরেহপি	"র্ন শতান্তরেহপি
২৪	২৫	বনেহপি	বনেহপি
২৫	২৫	গৃহেহপি পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ।	গৃহেহপি
২৪	২৭	কর্মনি	কর্মণি
২৫	১৭	কৃতান্তাদ্	কৃতান্তাদ্
২৫	১৯	বৈরাগামে বা ভয়ম্	বৈরাগ্যমেবাভয়ম্
২৫	২৩	কারণ)	কারণ।
২৬	২	চিত্রম্ ॥	চিত্রম্"
২৬	১০	শরীর পিঞ্জরে জীবন বিহদ্দম	শরীর—পিঞ্জরে জীবন—বিহদম
২৬	২৫	বিনা	বিঁনা
২৮	২	ব্রহ্ম কমণ্ডলু	ব্রহ্ম—কমণ্ডলু
২৮	৫	সঙ্গে।	সঙ্গে।"
২৮	১১	ভক্ত পরাধীনা	ভক্ত—পরাধীনো
২৮	১	অম্বজ	অম্বুজ
২৮	৯	কর্ত্তুম কর্ত্তুম	কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা
২৯	১	বিষয়েম্ব-ন পায়িনী	বিষয়েম্বনপায়িনী
২৯	৫	(মাধব) "মা"	(মাধব) ("মা"
২৯	১৪	"টানে প্রাণ যায়রে ভেসে কোথায় সে	"...কোথায় নে'
২৯	১৮	যস্যানুসঙ্গতে	যস্যানুসংগিন
৩০	২৬	ব্রহ্মনিষ্টম্ ॥	ব্রহ্মনিষ্ঠম্।
৩১	৭	বরিষ্টাম্	বরিষ্ঠাম্
৩১	১৪	জানান হেতু না হন্যালপি	জনান হেতু হন্যানপি
৩১	১৭	মহাত্মাগণ	মহাত্মগণ
৩১	২৫	হিতকারিণী	হিতকারিণী
৩২	৯	গুণ-প্রকর্ষং	গুণ-প্রকর্ষং
৩২	১২	বিভর্ত্তি গুঞ্জাঃ ॥	বিভর্ত্তি গুঞ্জাঃ ॥

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	যা আছে	যা হবে
৩২	১৫	বিদীন	বিদীর্ণ
৩২	১৭	তে নিগুণং	তে নির্গুণং
৩২	১৩	দোষ ইদর্শন	দোষই দর্শন
৩২	২৫	মনি	মণি—
৩২	২৯	রত্নাহারের	রত্নহারের
৩৩	৪	কিং রত্না হারৈঃ	কিং রত্নহারৈঃ
৩৩	৭	মর্খস্য	মূর্খস্য
৩৩	১০	বধির কে	বধিরকে
৩৩	১৪	নাশাত্যুপানহম	নাশ্নাত্যুপানহম্
৩৩	১৫	কুকুর কে	কুকুরকে
৩৪	১০	যোহভ্যসূয়তি	যোহভ্যসূয়তি
৩৪	১	শ্রীকৃষ্ণ ও	শ্রীকৃষ্ণও
৩৪	১৩	ভক্তিংময়ি	ভক্তিং ময়ি
৩৪	২৫	অঞ্জানা নন্দন	অঞ্জনা নন্দন
৩৬	১	শ্রীচরণ কমলে	শ্রীচরণ-কমলে
৩৬	২	গোপী জন বল্লভ	গোপী-জন-বল্লভ
৩৬	১৬	এই অতিরিক্ত	এই অতিরিক্ত
৩৬	১৪	ধিক্ তোদের মনুষ্য	ধিক্ তোদের মনুষ্য জন্মের ধিক্
৩৬	২০	রত্নেয়	রত্নের
৩৬	১৮	এই সুমেরু— "নামক	"সুমেরু" নামক
৩৮	৬	রূপঃ	রূপঃ
৩৮	৮	বিশ্বে মেঃ	বিশ্বে মে
৩৮	৯	সের্বেমে শান্তি ভিঃ	"সর্বে মে" শান্তিভিঃ
৩৮	১০	শান্তি ভিঃ সর্বশান্তি ভিঃ	শান্তিভিঃ সর্বশান্তিভিঃ
৩৮	১২	ক্রুরং	ক্রূরং
৩৮	১৬	শাস্তি পাঠ	শান্তি পাঠ
৩৮	১৮	দাঁড়াই য়ে	দাঁড়াইয়ে
৩৯	১৬	অদ্বৈত বাদীর	অদ্বৈত—বাদীর
৩৯	২০	যোগিন্দ্রমথাস্য	যোগীন্দ্রমথাস্য
৩৯	২৪	সন্তমান তো হস্মি ॥	সন্তমানতোহস্মি ॥

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	যা আছে	যা হবে
৪০	২	ব্রহ্ম	পার্শ্বের ব্রহ্ম বাদ যাবে
৪০	৪		,,
৪০	৫		,,
৪০	১০	সন্দশ্রিত—স্বাত্মসুখাব বোধে	সন্দর্শিত—স্বাত্ম-সুখাববোধে
৪০	১২	সংসার হালাহল	সংসার—হালাহল
৪০	১৩	সমুদ্ধরনৈক মন্ত্রম্।	সমুদ্ধরণৈকমন্দ্রম্।
৪০	১৪	ব্রহ্মদি৲দেবমুনি পুজিত সিদ্ধ মন্ত্রম্'	ব্রহ্মাদিদেবত্বনি-পূজিত-সিদ্ধমন্ত্রম্।
৪০	১৫	দারিদ্র্য-তুঃ-ভয় শোক বিনাশমন্বয়	দারিদ্র্য-তুঃখ-ভয়-শোক—বিনাশমন্ত্রম্
৪০	১৭	পুজয়া	পূজয়া
৪০	১৮	পরিমুচ্যুতে	পরিমুচ্যতে
৪০	২০	মম চবণ স্মরণং ঋতে হস্তে কিঞ্চিৎ	মম চরণ-স্মরণং ঋতেঽস্তি কিঞ্চিৎযা
৪০	২৩	ময়ানু কূলেন	ময়ানুকূলেন
৪১	৩	অন্তুর্বহি যদি	অন্তর্বহি র্যদি
৪১	৮	যদ্দত্বানূনী ভবেৎ ॥	যদ্দত্বনৃণী ভবেৎ ॥
৪১	১২	কথা প্রসঙ্গঃ ॥	কথা-প্রসঙ্গঃ ॥
৪১	১৬	কর্ত্তু-সিহার্হশি ॥	কর্ত্তু মিহার্হসি ॥